TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

أنا مدينة العلم وعلي بابها

এমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

এমামীয়া দীনিয়াত

CLASS III

প্রকাশক

তানজীমুল মাকাতিব
গোলাগঞ্জ লক্ষ্ণৌ-১৮

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিস্‌মিহী সুবহানুহু

ইমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

ইমামীয়া দীনিয়াত

(তৃতীয় শ্রেণীর জন্য)

III

:: প্রকাশক ::

তানজীমুল মাকাতিব

২৮ গোলাগঞ্জ

লক্ষ্ণৌ ২২৬০১৮

ইউ, পি, ভারত

ফোন :: ০৫২২—২১৫১১৫

ফ্যাক্স :: ০৫২২ – ১২৮৯২৩

মূল্য – Rs. 6.00

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

শিক্ষকদের প্রতি উপদেশ

১। পাঠ শিক্ষাদানের পর ছাত্র-ছাত্রীদের এমন প্রশ্ন করতে হবে যাদ্বারা তারা পাঠের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

২। পাঠের পরবর্তী প্রশ্নাবলীর উত্তর সংক্ষেপে লেখার মাধ্যমে মুখস্থ করাতে হবে।

৩। "মাছ্‌লা" মৌখিক মুখস্থ করাতে হবে ও প্রয়োজনে কার্য্যকরি শিক্ষা দিতে হবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

প্রথম পাঠ

মজ্‌হব্‌

শিশুরা যা' দেখে তাহা নেয়ার জন্য ঝাঁপ দেয়। তারা জানে না কোন্‌টি ভাল কোনটি মন্দ। কিন্তু তার বাবা-মা মন্দ জিনিষ গ্রহণ করতে নিষেধ করে, যদিও সেটি শিশুর প্রিয় হয় এবং ভাল জিনিষ গ্রহণ করতে আদেশ দেয় যদিও তার সেটি মনঃপুত হয় না। এরূপ খোদা মজ্‌হবের (ধর্ম) দ্বারা বান্দাদিগকে ভাল মন্দ বিষয়ে অবহিত করেছে। কারণ, বান্দা সকল জিনিষের ভাল মন্দ জানে না। মজ্‌হব্‌ ভাল মন্দ শিক্ষা দেয় ভাল কার্য্য করতে আদেশ দেয়, ও মন্দ কার্য্য করতে নিষেধ করে।

অনুশীলনী:

১। খোদা মজ্‌হবের দ্বারা বান্দাদিগকে কি শিক্ষা দেয়?

২। মজ্‌হব মানুষদের কি বিষয়ে আদেশ দেয়?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বিতীয় পাঠ

যদি খোদা না হ'ত

পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্রতম জিনিসও তৈরী কর্তা ছাড়া তৈরী হয় না। রাজমিস্ত্রী ব্যতীত বাড়ি নিজেই তৈরী হয় না। দর্জি ছাড়া কাপড় নিজেই সেলাই হতে পারে না। ছুতোর মিস্ত্রিকে বাদ দিয়ে আলমারী, টেবিল, চেয়ার, পালঙ্ক দরজা নিজেই তৈরী হতে পারে না। তাহলে এতবড় পৃথিবী, আকাশ, জমি, সূর্য চন্দ্র, তারা, নদী, পাহাড়, গাছ, পশু, মানুষ ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ জিনিস সৃষ্টিকর্তা বিহীন কিভাবে নিজে নিজেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ? এজন্যই স্বীকার করতে হবে যে, একজন খোদা আছে যে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে।

এক সময় কিছু লোক এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করে যে, খোদা আছে কিনা ? বৃদ্ধা তখন নিজ চরখা চালনা করছিল। বৃদ্ধা তার হাত থামিয়া দিল, চরখাও থেমে গেল। সে বলল— দেখ, আমি যখন চরখা চালাই তখনিই চলে কিন্তু যখন হাত থামিয়ে দিই তখন চরখা বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে বল, যদি পৃথিবীর কোন পরিচালক না থাকে তবে সারা পৃথিবীর এই চরখা কিভাবে চলছে ?

অনুশীলনী ঃ

১। পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত কেন সৃষ্টি হয় না?

২। বৃদ্ধা কিভাবে বুঝিয়ে দিল যে খোদা আছে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তৃতীয় পাঠ

খোদাকে না দেখে কেন বিশ্বাস করি ?

আমরা রেলের বগিতে বসে ভ্রমণ করলে দেখি রেল চলতে চলতে কোন ষ্টেশনে থামে। পুরান যাত্রীকে নামিয়ে নূতন যাত্রীকে তুলে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে। বগি থেকে উঁকি দিলে শুধু ইঞ্জিন দেখা যায়, যাহা সমগ্র গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইঞ্জিনে বসা তাঁহার চালককে দেখা যায় না। তবুও আমরা বিশ্বাস করি যে, রেলের কোন চালক অবশ্যই আছে। অনুরূপ এই চলন্ত পৃথিবীকে দেখে আমরা মনে করি খোদা নিশ্চই আছে, যে পৃথিবীকে পরিচালনা করছে।

আমাদের ষষ্ঠ ইমাম হজরত জাফর ছাদিক (আঃ) কে একদা এক নাস্তিক জিজ্ঞাসা করে যে, "খোদাকে আমরা দেখিনি। আবার আপনি বলেন, খোদাকে কখনই দেখা যাবে না। তা'হলে বলুন, না দেখে কিকরে বিশ্বাস করব যে খোদা আছে" ইমাম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখনও নদীতে ভ্রমণ করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কখনও এমন অবস্থায় পড়েছ যে, ঝড়ে তোমার নৌকা চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে ডুবতে শুরু করেছে?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সে বলল, হ্যাঁ এমনও হয়েছে। ইমাম (আঃ) বলেন, বল যখন তোমার নৌকা ডোবা ও নিশ্চিত মৃত্যু বিশ্বাস হয়েছিল, তখনও কি তোমার মনে ধারণা হয় নাই যে, এখনও কেই বাঁচাতে পারে? সে বলল, হ্যাঁ তাহা অবশ্যই হয়েছিল। ইমাম (আঃ) বললেন, সে কে? যাকে চরম হতাশায় মনে স্থান দিয়েছিলে? তুমি কি তাহাকে দেখেছিলে? সে বলল তাহাকে তো দেখি নাই কিন্তু মন কোন অদেখা সহায়তার প্রতি আস্থাশীল ছিল। ইমাম (আঃ) বললেন, "হতাশায় যে শক্তি হৃদয়ে সহায়াতা দেয় সেই খোদা"।

প্রকৃত মুসলমান সমস্যার মধ্যে পড়েও নিরাশ হয় না বরং সর্ব্বদা খোদার করুণার প্রতি আশা রাখে।

অনুশীলনী ঃ

১। খোদাকে না দেখে কিরূপে মানা যায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝাও।

২। ইমাম (আঃ) খোদাকে মানার কি প্রমাণ দিলেন?

৩। প্রকৃত মুসলমান কে?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আমাদের খোদা

ওয়াহিদ্‌ । অর্থাৎ খোদা এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন সঙ্গী বা সহচর নেই। সে কাউকে তার কাজে শরীক করে না ও তার কাহারও পরামর্শের প্রয়োজন হয় না।

আহাদ্‌ । অর্থাৎ তার কোন অংশ নেই, সেও কারো অংশ নয়। সে এক ও অদ্বিতীয় এবং মিশ্রিত নয়।
মিশ্রিত যেমন' শরবত যাহা দেখতে একটি জিনিষ কিন্তু আসলে পানী ও চিনির মিশ্রণে তৈরী। খোদা এরূপ নয়।

ছামাদ্‌—অর্থাৎ সে সব জিনিসের চাহিদার উর্দ্ধে। সমস্ত সৃষ্টি তাহারই মুখাপেক্ষী, সে নিজে কিন্তু কারও মুখাপেক্ষী নয়।

আজালী :—অর্থাৎ খোদা সর্বদা আছে।

আবাদী :—অর্থাৎ খোদা সর্বদা থাকবে।

ছারমাদী :—অর্থাৎ যুগের পূর্ব্বেও ছিল যুগের পরেও থাকবে।

কাইয়ুম :— অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর অবস্থান তার মর্জির কারণেই। তার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হলে মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবী

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

লাইছা কামিছ্‌লিহী শাই্‌ইয়ুন :— অর্থাৎ খোদার মত কেউ নেই এবং তাকে কোন জিনিষের সঙ্গে তুলনাও করা যায় না।

লম্‌ ইয়ালিদ্‌ ওয়ালম্‌ ইউলদ্‌ :— অর্থাৎ তার কোন বাবা নেই কোন সন্তানও তার নেই।

অনুশীলনী :

১। ওয়াহিদ ও আহাদের অর্থ বল, এবং দুটির পার্থক্য বুঝে বল।

২। ছামাদ ও ছারমাদির অর্থ কি ?

৩। যদি খোদার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয় তবে কি হবে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চম পাঠ

মজ্‌হব্‌ ও লা-মজ্‌হব্‌

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার মধ্যে কিছু মানুষ মজ্‌হব বা ধর্মে বিশ্বাসী আবার কিছু লোক বিশ্বাসী নয়। যা'রা মজহবে বিশ্বাসী তারাও কয়েক প্রকার। আবার যারা বিশ্বাসী নয় তারাও কয়েক শ্রেণীর।

মুসল্‌মান ঃ অর্থাৎ তওহীদ, রিসালাত ও ক্বেয়ামতের বিশ্বাসী ব্যক্তি।

মোমিন ঃ— অর্থাৎ তওহীদ, আদালত, রিসালাত, ইমামত ও ক্বেয়ামতে বিশ্বা ী ব্যক্তি।

কাফির ঃ—অর্থাৎ উছুলেদীন বা নামাজ, রোজা প্রভৃতি ইসলামে স্বীকৃত আদেশ অমান্যকারী।

মোনাফিক ঃ অর্থাৎ মুখে কলিমা পড়া সত্বেও অন্তরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি।

মুশ্‌রিক ঃ অর্থাৎ একাধিক খোদায় বিশ্বাসী ব্যক্তি।

মুর্‌তাদ্‌ ঃ অর্থাৎ যে মুসলমান কাফির হয়ে যায়।

মুর্‌তাদে মিল্লী ঃ অর্থাৎ যে কাফির মুসল্‌মান হওয়ার পর পুনরায় কাফির হয়ে যায়।

মুর্‌তদে ফিত্‌রী ঃ অর্থাৎ যে মুসলমানের বাবা-মার মধ্যে কোন একজন মুসলমান এবং সে নিজে কাফির হয়ে যায়।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ইয়াহুদী সেই ব্যক্তিরা :=যারা হুজরত মুছা (আঃ) এর পর অন্য কোন নবী মানে না।

ঈছায়ী (খৃষ্টান) সেই ব্যক্তিরা যারা হুজরত ঈছা (আঃ) কে শেষ নবী বলে মানে।

মাজুসী :=সেই ব্যক্তিরা যারা আগুনকে খোদা বলে মানে।

কাফিরে জিম্মী :=যে কাফির নবী বা ইমামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

কাফিরে হর্‌বী :– যে কাফির নবী বা ইমামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নয়।

অনুশীলনী :

১। পৃথিবীতে কতপ্রকার লোক আছে ?

২। মুর্‌তাদে ফিত্‌রী ও মুর্‌তাদে মিল্লী কাকে বলে ?

৩। যে কাফিরের ইমামের সঙ্গে চুক্তি নেই তাকে কি বলা হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠ পাঠ

উছুল ও ফুরু

আমাদের নবী হজরত মুহম্মাদ মুস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াছাল্লাম। তাঁর বাণী মান্য করা ইসলমান আমাদের নবী আমাদেরকে যা বলেছেন তাহা দু'প্রকার। একটির নাম উছুলেদীন অপরটি ফুরুএ দীন।

উছুলেদীন :— ঐ কথাগুলিকে বলা হয় যাহার প্রতি হৃদয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। যেমন খোদা এক ও সুবিচারক (আদিল) শেষ নবী আমাদের নবী, ও তার স্থানাধিকারী আমাদের বারজন ইমাম আছেন, কুরাআন আল্লাহর পুস্তক, ও ক্বেয়ামতের একটা নির্দিষ্ট দিন আছে।

ফুরুএ দীন :— ঐ কথাগুলোকে বলা হয় যার উপর আমল্ করা ওয়াজিব। যেমন নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা, খুমুছ ও জাকাৎ দেওয়া প্রভৃতি।

উছুলেদীনকে প্রমাণের দ্বারা বুঝা ও বুদ্ধির দ্বারা যাঁচাই করে স্বীকার করা প্রতি মানুষের উপর ওয়াজিব। অন্যের বলায় মানা যথেষ্ট হয় না। বরং অন্যের নিকট থেকে যা শোনে বা জানে তাকে নিজের বিবেক দ্বারা বিবেচনা করবে ও যেটি সত্য প্রমাণিত হবে তাকে মানতে হবে ও যেটি ভুল প্রমানিত হবে তাহা অস্বীকার করবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ফুরুএ দীন খোদা ও রছুলের আদেশের নাম। এবং খোদা ও রছুলের আদেশকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করা যায় না। সুতারাং খোদা রছুল ও ইমামের আদেশের উপর আমল্ করা উচিৎ।

অনুশীলনী :

১। খোদা এক ইমাম বার—ইহা উছুলেদীন না ফুরুএ দীন ?

২। ফুরুএ দীন কোন বিষয়কে বলে ?

৩। নিজ বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করে উছুলেদীনকে মানতে হবে, না ফুরুএদীনকে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তম পাঠ

খোদা সুবিচারক

খোদা ন্যায় বিচারক অর্থাৎ সে কখনও অত্যাচার করে নাই ও করবেও না। খোদা সব দোষ থেকে মুক্ত। নিজেও অন্যায় করে না আবার অপরের অন্যায় পছন্দ করে না। সকল মানুষকে ন্যায় করার জন্য ও অন্যায় থেকে বিরত হওয়ার আদেশ দেয়। এরূপ আদেশদাতা কোন ভাল জিনিস ত্যাগ করতে পারেনা। আবার কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারেনা।

খোদাকে আদিল্‌মানার অর্থ হল তার সব নির্দেশকে সঠিক মানা। ভুল আদেশদাতা কখনও আদিল হতে পারে না। সুতারাং খোদা শয়তান্‌ ও ফারিস্তাগণ উভয়কে জনাবে আদম (আঃ) এর সামনে সাজ্‌দা করার আদেশ দিয়াছিল। ফারিস্তগণ সাজ্‌দার আদেশ মেনে নিয়েছিল। কারণ তারা জানত খোদা আদিল্‌, সে ভুল নির্দেশ দিতে পারে না। শয়তান খোদাকে আদিল্‌ মানে নাই। সেজন্য সে সাজ্‌দা করতে অস্বীকার করে শুধু অস্বীকারই নয় উল্টো খোদাকে দোষারোপ করে যে, সে যার থেকে শ্রেষ্ঠ খোদা তার সামনে নত হতে বল্‌ছে।

যাহারা খোদার আদেশের প্রতি অভিযোগ করে তাহারা কেবল খোদার আদেশের প্রতি অভিযোগ করে না বরং খোদার আদিল হওয়াকেই অস্বীকার করে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

কারও মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু মনে করাও আল্লাহর আদালতের বিরোধিতা করা, কারণ, খোদা সকল ব্যক্তির মৃত্যুর একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছে। তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়কে ভুল বলা ঠিক না ?

অনুশীলনী :

১। শয়তান হজরত আদমকে কেন সাজ্‌দা করে নাই ?
২। কারও মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু মনে করা কেমন ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টম পাঠ

নবুওয়াত

নবী বা পয়গম্বর আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমাদের মতই মানুষ হন। আমাদের মতই চলা ফেরা করেন, পরেন, ঘুমান, জাগেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পার্থক্য হইল আমরা মুর্খ জন্মগ্রহণ করি, তাঁরা খোদার নিকট থেকে জ্ঞান নিয়ে আসেন। আমরা যেমন নোংরা পরিহার করি, তারা তেমনি গুণাহ পরিহার করেন। আমরা নোংরা জিনিস স্পর্শ করতে সক্ষম কিন্তু করিনা। অনুরূপ নবী গুনাহ করতে সক্ষম কিন্তু কখনই গুণাহ করেন না। তাঁরা মাছুম, সর্বদোষ থেকে মুক্ত। মিথ্যা বলেন না, কাউকে বিরক্ত করেন না, কারও মাল ছিনতাই করেন না, কোন অন্যায় করেন না, কখনও খোদার অবাধ্য হন না।

মনে রেখ, নবীদের ও আমাদের মধ্যে তিনটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যথা—

১। নবী আলীম (জ্ঞানী) রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায় হয় না। খোদা তাঁদের আলীম করে সৃষ্টি করে। আর আমরা মুর্খ হয়ে জন্মগ্রহণ করি।

২। নবী মাছুম হন কারণ নবীদের জ্ঞান পূর্ণ হয়। তাঁরা পাপের দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকেন। সেজন্য তারা প্রতিটি গুণাহর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। অসন্তুষ্টির ফলে তাঁদের

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বারা কোন গুণাহ হয় না, আর আমাদের দ্বারা গুণাহ হতে থাকে।

৩। খোদা তাঁহাদিগকে নিজের তরফ থেকে আমাদের হিদায়েতের জন্য পাঠায় আর আমাদের কাজ হল তাঁদের নিকট থেকে হিদায়ত গ্রহণ করা।

অনুশীলনী :

১। আমাদের ও নবীদের মধ্যে প্রভেদ কি ?

২। নবী কেন গুনাহ করেন না ?

৩। নবী কেন মাছুম হন ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নবম পাঠ

আমাদের রাসুল (ছঃ)

আমাদের রসুল যখন মাতৃ গর্ভে ছিলেন তখন তাহার পিতা জনাবে আবদুল্লাহ (আঃ) মারা যান। যখন তিনি চার বছরের ছিলেন তখন তাঁর মাতা জনাবে আমিনার মৃত্যু হয়। আট বৎসর বয়সে তিনি দাদা জনাবে আব্দুল মুত্তালিব্‌কে হারালেন। মৃত্যুর সময় দাদা, আমাদের রাসুলকে তাঁর সব থেকে উপযুক্ত ছেলে জনাবে আবুতালিবের হাতে অর্পন করেন। জনাবে আবুতালিব (আঃ) মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত তাঁকে রক্ষা করেন ও ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে থাকেন। যখন পঁচিশ বৎসর বয়স হয় তখন জনাবে খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় যিনি মক্কার সবচেয়ে উচ্চ চরিত্র সম্পন্ন ও ধনী ছিলেন। জনাবে খাদিজা তাঁর সব ধন-দৌলত ইসলামের সাহার্য্যার্থে ব্যয় করেন। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি খোদার নির্দেশে তাঁর নবুওয়াত ঘোষণা করেন। জনাবে খাদিজার গর্ভে তাঁর কয়েকটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা জীবিত থাকলেন না। তাঁর মধ্যে একটি ছেলের নাম কাছিম ছিল। সেজন্য তাঁর ডাক-নাম কুন্নিয়াত আবুল কাছিম --অর্থাৎ কাছিমের বাবা ছিল।

ছেলেদের মৃত্যুর পর আমাদের শাহজাদী জনাব ফাতিমা জাহ্‌রা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বংশধারা তাঁর একমাত্র

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

কন্যা জনাবে ফাতিমা জাহরা (আঃ) দ্বারা প্রসারিত হয়। মৃত্যুর সময় আমাদের রসূলের বয়স ৬৩ বৎসর হয়েছিল।

অনুশীলনী :

১। আমাদের নবীকে আবুল কাছিম কেন বলা হয়।

২। আমাদের রাসুল (ছঃ) এর পিতার নাম কি ?

৩। পাইগম্বারের (ছঃ) দাদার নাম কি ?

৪। আমাদের রাসুল এর বংশ কার দ্বারা প্রসারিত হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দশম পাঠ

ইমাম

খোদা সর্বদা বান্দাদের হিদায়তের জন্য একের পর এক নবী পাঠাতে থাকেন। সর্বশেষে আমাদের নবী (ছঃ) অবতীর্ণ হন। যাঁর পর আর কোন নবী আসেন নাই ও আসবেনও না। কিন্তু বান্দাদের হিদায়াতের ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন ছিল যাহাতে মানুষ হিদায়াত পেতে থাকে ও কু-পথ থেকে রক্ষীত থাকে। সে জন্য নবুওয়াত শেষ হলে খোদা বান্দাদের হিদায়াতের জন্য ইমাম পাঠিয়েছে।

যেহেতু ইমামও নবীদের ন্যায় হিদায়াতের জন্য আসেন। সেজন্য নবীদের সব বৈশিষ্ট্য ইমামদের মধ্যে থাকে। ইমাম তাঁহারাই হন যাহাদের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে

১। ইমাম আলীমরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও নিজ যুগে সকল ব্যক্তি থেকে জ্ঞান ও অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হন। তাঁদের দ্বারা কখনও ভুল-ত্রুটি, অন্যায়, অপরাধ হয় না।

৪। ইমাম ও নবীদের ন্যায় মাছুম (নিষ্পাপ) হয়।

৩। ইমামকেও খোদা স্বয়ং নিজ আদেশে নিযুক্ত করে। আমাদের নবী (ছঃ) খোদার আদেশে তাঁহার চাচাত ভাই বা জামাতা হজরত আলী (আঃ) কে তাঁর খলিফা ও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তিনিই আমাদের প্রথম ইমাম। তারপরে তাঁর

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এগার জন সন্তান ইমাম হন। যাঁরা সকলেই হজরত আলীর আওলাদ ছিলেন ও সকলকে খোদা ইমাম নিযুক্ত করেছেন।

নবী ও ইমামের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য হইল যে, নবী শরীইয়াতের মালিক হন আর ইমাম শরীইয়াতের রক্ষক হন।

অনুশীলনী ঃ

১। ইমামের প্রয়োজন কেন হয় ?

২। ইমামের মধ্যে নবীর কোন গুণ পাওয়া যায় ?

৩। ইমামদের নাম বল ?

৪। নবী ও ইমামের পার্থক্য বল ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একাদশ পাঠ

আমাদের প্রথম ইমাম

আমাদের ইমাম বারজন। যাঁহার প্রথম হজরত আলী (আঃ)। তিনি কা'বা ঘরে ১৩ই রবজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আরও তিনটি ভাই ছিলেন। তালিব, আক্কীল ও জাফারে তাইইয়ার। হজরত আলী (আঃ) সবার ছোট ছিলেন। তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রত্যেকে একে অপরের থেকে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভাই তালিব যাঁহার জন্য তাঁর পিতাকে আবুতালিব বলা হয়। তার পিতার নাম ছিল ইমরান। হজরত আলীর বড় ছিলেন জাফরে তাইইয়ার। যাঁর বাজু (হাত) 'মওতা' যুদ্ধে কাটা যায়। শাহাদাতের পর খোদা তাঁকে দুটি ডানা দান করেন যাদ্বারা তিনি জান্নাতে উড়েন। সেই জন্যই তাকে তাইইয়ার অর্থাৎ উড়ন্ত বলা হয়।

জাফরে তাইইয়ার থেকে বড় আক্কীল। তার ছেলে মুসলিম বিনআক্কিল ইমাম হোছায়নের প্রতিনিধিরূপে কুফায় গিয়েছিলেন ও শহীদ হন। সব থেকে বড় ভাই তালিব ছিলেন তাঁর একটি বোন ছিল যাঁর নাম উম্মেহানী। তিনি বড়ই মুমিনা ছিলেন হজরত আলীর মাতা ফতিমা বিনতে আছাদকে আমাদের নবী অত্যন্ত ভালবাসা ও সম্মান সহকারে মা বলে ডাকতেন। কারণ তিনি নবীকে পরম সেবা করেছিলেন ও নিজ সন্তান অপেক্ষা বেশী

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

স্নেহ করতেন। হজরত আবুতালিব সর্বদা নবীর রক্ষক ছিলেন তিনি নবীর শয়নস্থলে নিজ সন্তানদের শয়ন করিয়ে দিতেন, যাহাতে রাত্রের অন্ধকারে যদি কোন শত্রু হুজুর (ছঃ) কে আক্রমণ করে, তবে যেন তাঁর জীবন রক্ষা পায়। যদিও নিজ সন্তানের হত্যা হয়ে যায়।

হজরত আলীর সন্তানদের মধ্যে ইমাম হাছান (আঃ) ইমাম হুছাইন (আঃ) এর আপন বোন জনাবে জাইনব ও উম্মেকুলছুম ও সভাত ভাই জনাবে আব্বাছ ও মুহম্মাদ হানফীয়া সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

অনুশীলনী ঃ

১। হজরত আলী (আঃ) এর কতজন ভাই ছিলেন? তাদের নাম বল?

২। জনাবে আব্বাছ ও মুহম্মাদ হানফীয়া কে ছিলেন?

৩। হজরত আবুতালিবের নাম বল।

৪। ফাতিমা বিন্তে আছাদ কে ছিলেন?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাদশ পাঠ

হজরত আলী (আঃ) এর চরিত্র

পৃথিবীতে বহু লোক এমন আছে যাহারা অন্যায় কাজ করে এই বিষয়ে আনন্দিত হয় যে, খোদা তাহার অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয় নাই। তাহারা জানে না পার্থিব সুখ-দুঃখ, আখিরাতের আজাব ও ছাওয়ার সবই খোদার এক্তিয়ারে সে যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ নিয়ে নেবে।

মিছামে তাম্মার হজরত আলীর একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী ছিলেন। তিনি কুফায় খুরমার ব্যবসা করতেন। হজরত আলী (আঃ) তাঁর দোকানে বসে ব্যবসার গুণাগুণ লোকদের যনাতেন। একদিন মীছম্ তাঁকে দোকানে বসিয়ে অন্যত্র চলে যান। কিছুক্ষণ পর একব্যক্তি খুরমা ক্রয় করতে আসল। তিনি খুরমা ওজন করে তাঁকে দিলেন। সে একটি অচল মুদ্রা ইমামকে দিয়ে অতি আনন্দে চলে গেল।

মীছম্ ফিরে আসিলে তিনি মুদ্রা তাঁকে দিলেন। অচল মুদ্রা দেখে মীছম্ নিবেদন করিলেন "মাওলা এ যে অচল মুদ্রা।" তিনি বললেন "কোন পরওয়া নেই, আমি জানি কিন্তু তাঁকে অসম্মান করতে চাইনি। খোদা এর বদলা দিবে।"

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

কিছু সময় পরে সেই ক্রেতা ফিরে এসে অভিযোগ করল যে হে আলী এই খুরমার মধ্যে পোকায় খাওয়া খুরমা আছে। তিনি তাকে বললেন তোমার মুদ্রা নিয়ে যাও ও আমার খুরমা ফিরিয়ে দাও। সে খুরমা ফেরত দিয়ে মুদ্রা নিয়ে চলে যায়। মীছম্ দেখলেন সমস্ত খুরমা ঠিকই আছে। পোকায় খাওয়ার কোন চিহ্ন নাই। নিবেদন করলেন "মাওলা একি ব্যাপার ?" হজরত আলী (আঃ) বললেন "হে মীছম্, খোদা তার সু-বান্দাদের এমন করেই স্মরণ রাখে। যে ব্যক্তি আমাদের ধোকা দিতে চেয়েছিল খোদা তার প্রতিশোধ নিয়েছে তাকে সফল হতে দেয় নাই।

অনুশীলনী ঃ

১। মীছম্ কে ছিলেন ?

২। হজরত আলী (আঃ) অচল মুদ্রা কেন নিয়েছিলেন ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রয়োদশ পাঠ

বার ইমামগণের বয়স

১। **হজরত ইমাম আলী (আঃ)**— তিনি ১৩ই রজব ৩০শে আমুলফীলসনে অর্থাৎ হিজ্‌রী সনের ২৩ বৎসর পূর্বে শুক্রবারের দিনে কাবা ঘরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও ২১শে রমজান ৪০ হিজরীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা নাজাফ শহরে অবস্থিত।

২। **হজরত ইমাম হাছান (আঃ)**— তিনি ১৫ই রমজান ৩ হিজ্‌রী সনে মদিনা মুনাউওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন ও ২৮শে ছফর ৫০ হিজ্‌রীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স ৪৭ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা জন্নাতুল বাকী মদিনায় অবস্থিত।

৩। **হজরত ইমাম হুছাইন (আঃ)**— তিনি ৩রা শাবান ৪ হিজ্‌রীতে মদিনা মুনাউওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন ও ১০ই মহরম ৬১ হিজ্‌রীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা কারবালায় অবস্থিত।

৪। **হজরত ইমাম জয়নুল আবিদীন (আঃ)**— তিনি ১৫ই জামাদিউলউলা ৩৮ হিজ্‌রীতে মদিনা মুনাউওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন ও ২৫শে মহরম ৯৫ হিজ্‌রীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা জান্নাতুল বকি মদিনায় অবস্থিত।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৫। হজরত ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (আঃ) –
তিনি ১লা রজব ৫৭ হিজ্‌রীতে মদিনা মুনাউওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন ও ৭ই জিল্‌হিজ ১১৪ হিজ্‌রীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা জান্নাতুল বক্কি মদিনায় অবস্থিত।

৬। হজরত ইমাম জাফর ছাদিক (আঃ)
তিনি ১৭ই রবিউল্‌ আউওয়াল্‌ ৮৩ হিজ্‌রীতে মদিনা মুনাউওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫ই শাওয়াল্‌ ১৪৮ হিজ্‌রীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স ৬৫ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা জান্নাতুলবক্কি মদিনায় অবস্থিত।

26

৭। হজরত ইমাম মুছা কাজিম (আঃ) – তিনি ৭ই ছফর ১২৮ হিজ্‌রীতে আবওয়াতে জন্মগ্রহণ করেন ও ২৫শে রজব ১৮৩ হিজ্‌রীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স ৫৫ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা কাজমায়েনে অবস্থিত।

৮। হজরত ইমাম আলী রেজা (আঃ) তিনি ১১ই জিক্কাদা ১৫৩ হিজ্‌রীতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও ২৩শে জিক্কাদা ২০৩ হিজ্‌রীতে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর বয়স ৫০ বৎসর হয়েছিল তার রওজা মাশ্‌হদে অবস্থিত।

৯। হজরত ইমাম মুহাম্মাদ তকী (আঃ)– তিনি ১০ই রজব ১৯৫ হিজ্‌রীতে মদিনা মুনাউওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন ও ২৯শে জিক্কাদা ২২০ হিজরীতে শহীদ হন। তার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হয়েছিল। তার রওজা কাজমায়ানে অবস্থিত।

১০। হজরত ইমাম আলী নকী (আঃ)— তিনি ৫ই রজব ২১৪ হিজ্‌রীতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও ৩রা রজব

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

২৫৪ হিজরীতে শহীদ হন। তার বয়স ৪০ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা ছামরা শহরে অবস্থিত।

১১। হজরত ইমাম হাছান আছকারী (আঃ) তিনি ১০ই রবিউছ্ ছানী ২৩২ হিজ্ রীতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ও ৮ই রবিউল্ আউওয়াল্ ২৬০ হিজ্ রীতে শহীদ হন। তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বৎসর হয়েছিল। তাঁর রওজা ছামরা শহরে অবস্থিত।

১২। হজরত ইমাম মাহদি আখিরুজ্জামান (আঃ) তিনি ১৫ই শাবান ২৫৬ হিজরীতে ছামরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন ও আজ পর্য্যন্ত খোদার আদেশে জীবিত আছেন এবং দৃষ্টির আড়ালে আছেন। খোদার আদেশ হলে আবির্ভূত হবেন।

অনুশীলনী ঃ

১। জান্নাতুলবকিতে কোন কোন ইমাম দাফন আছেন ?

২। মাশহদ্, কাজমায়েন ও ছাম্‌রা শহরে কোন কোন ইমামের রওজা আছে ?

৩। হজরত আলী (আঃ) ও ইমাম হুছাইন (আঃ) এর রওজা কোথায় অবস্থিত ?

৪। তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ইমামের জন্ম তারিখ ও মৃত্যু তারিখ বল ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্দশ পাঠ

মৃত্যুর পর

বরজখ ঃ— প্রত্যেক ব্যাক্তরি মৃত্যুর পর হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত সময়কে বরজখ্ বলে। বরজখে্ সত্যবিশ্বাসীরা শান্তিতে ও ভুল বিশ্বাসী (রুহ) কষ্টে থাকে।

কবরের প্রশ্ন ও উত্তর ঃ মৃত্যুর পর কবরে দু'জন ফারিস্তা আসেন। যাঁরা মৃতকে জীবিত করে প্রশ্ন করেন। সৎ আমলকারীর নিকট যে ফারিস্তা আসেন তাঁদের নাম মোবাশ্বর ও বশীর এবং অসৎ আমলকারীর নিকট যে ফারিস্তারা যান তাঁদের নাম মুনকির্ ও নাকির'

ফেরেস্তাদের প্রশ্ন	উত্তর
তোমার খুদা কে ?	আল্লাহ্।
তোমার ধর্ম কি ?	ইছলাম।
তোমার নবী কে ?	হজরত মুহম্মাদ মুস্তাফা (ছঃ)।
তোমার ইমাম কে ?	হজরত আলী (আঃ) ও তাঁরপর ১১ জন ইমাম।
তোমার কিতাব কি ?	কুরআন মজিদ।
তোমার কিব্লা কি ?	পবিত্র কা'বা।

যে ব্যক্তি প্রশ্নগুলির উত্তর ঠিক দিতে পারে তাঁর কবরকে ফারিস্তারা জান্নাত বানিয়ে দেন। যে ব্যক্তি ঠিক উত্তর দিতে পারে

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

না তার কবরকে দোজখের আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দেন।

আমাল নামা :—প্রতি ব্যক্তির উপর খোদা দু'জন ফারিস্তা নিযুক্ত করে রেখেছে। একজন সৎকর্ম ও অপরজন অসৎ-কর্ম লিপিবদ্ধ করেন। কিয়ামতের দিনে প্রতি ব্যক্তির আমাল নামা দেওয়া হবে।

মীজান :—কিয়ামতের দিনে প্রতি ব্যক্তির কর্ম ন্যায়ের তুলাদাণ্ডে ওজন করা হবে। সেই তুলাদণ্ডকে মীজান বলা হয়।

ছিরাৎ :—প্রতি ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিনে একটি পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে। যা চুল থেকে সরু, তলোয়ারের ধার থেকেও তীক্ষ্ণ ও আগুন থেকেও বেশী গরম হবে। এই পুলকে ছিরাৎ বলে। খাঁটি ইমানদার ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী এর উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। কিন্তু যার ইমান ও কর্ম খারাপ হবে সে দোজখে পড়ে যাবে।

শাফাআত্‌ :— কিয়ামতের দিনে আমাদের নবী ও ইমামগণ পাপি মোমিন ব্যক্তির শাফাআত্‌ (সু-পারিশ) করে ক্ষমা করাবেন। খোদাও তাঁদের শাফাআত্‌ মেনে নেবেন।

অনুশীলনী :

১। বরজখ্‌ কাকে বলে ?

২। মুনকির ও নাকির এবং মোবাশ্বর ও বশীর কে ?

৩। ছিরাৎ কাকে বলেৎ ?

৪। শাফাআত্‌ কে কাকে করাবেন ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চদশ পাঠ

কুরআন একটি মোযেজা

বান্দাদের হিদায়োতের জন্য খোদা যেমম তওরেত জাবুর ও ইঞ্জিল অবতরণ করান তেমনি কুরাআনকেও কিয়ামত খর্য্যন্ত জন্মগ্রহণকারী মানুষদের হিদায়েতের জন্য পাঠান হয়েছে।

কুরআন আমাদের নবীর মোযেজা স্বরূপ নাজিল হয়েছে। যাকে তিনি তাঁর নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য উপস্থাপিত করেন। কুরাআনে স্বয়ং খোদার ঘোষণা "যদি কেহ আমার নবীর ধর্মে সন্দেহ করে তবে সে যেন কুরআনের কোন একটি সুরার উত্তর নিয়ে আসে।" যদি উত্তর না আনতে পারে তবে সে যেন বিশ্বাস করে যে আমার নবী ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম সত্য। আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়েতের উত্তর আনতে পারে নাই। উত্তর না দিতে পারা কুরআনের মোযেজা হওয়ার একটি দলিল।

অনুশীলনী

১। কেয়ামত পর্য্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য কোন পুস্তক নাজিল হয়?

২। কুরআনের মোযেজা হওয়ার দলিল কি?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্টদশ পাঠ

কুরআন পাঠের নিয়ম

কুরআন পাঠ করার সময় নিম্নলিখিত চিহ্নগুলির খেয়াল রাখা জরুরী।

জীম ঃ ইহা পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন। এখানে থামা জায়েজ।

জে– ইহাও পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন। এখানে থামা জায়েজ

লামআলিফ– এই চিহ্নে থামা জায়েজ নয়, বরং পূর্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়।

তো– ইহা সম্পূর্ণ বিরতীর চিহ্ন। এখানে মিলিয়ে পড়া উচিৎ নয়।

মিম ইহা আবশ্যিক বিরতীর চিহ্ন। এখানে মিলিয়া পড়া জায়েজ নয়।

কীফ– রহা পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন।

ছাদ– এখানে নিশ্বাস ত্যাগ করার অনুমতি আছে।

ছাল্লি– ইহা মিলনের চিহ্ন। এখানে পূর্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়।

ঃ এই চিহ্ন যে শব্দের পূর্বে ও পরে থাকে সেখানে যে কোন এক স্থানে থামতে হবে।

অনুশীলনী ঃ

১। কুরআন পাঠের আদর্শকে না মেনে কুরাআন পাঠ করা কেমন ?

২। জে এবং জিম কোন চিহ্ন ? এবং দুটির পার্থক্য কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তদশ পাঠ

ফারিস্তাগণ

আল্লাহ্ পাক পৃথিবীাত যেমন মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছে। ঐরূপ নূর (জ্যোতি) দ্বারা এক জীব সৃষ্টি করেছে। যাকে ফারিস্তা বলে। ফারিস্তা সৃষ্টি তে মাছুম হন। তাঁদের দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয় না। ইহারা সর্বদা খোদার ইবাদতে রত থাকেন। কেহ রুকুতে কেহ সাজ্দায় কেহ ক্বিয়ামে ও কেহ তাছবিহ পাঠে রত

বিভিন্ন কাজের জন্য খোদা ফারিস্তাদের সৃষ্টি করেছে। কাউকে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় অর্পণ করা হয়েছে। কাউকে আকাশে কাউকে পানিতে নিযুক্ত করেছে আবার কাউকে হাওয়ায়।

এই ফারিস্তাদের মধ্যে চার ফারিস্তা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

১। **জিব্রাইল** যিনি আমাদের নবীর নিকট কুরআনের বাণী নিয়ে আসতেন।

২। **মীকাইল**—যিনি রুজ (আহার) বান্দাদের নিকট পৌছে দেন।

৩। **ইছ্রাফিল**— যে একবার "ছুর"-এ-ফু' দিলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪। **আজ্রাইল**—যাঁর কর্ম হল মানুষের রুহ (আত্মা) কব্জ্ করা।

অনুশীলনী

১। আল্লাহ্ ফারিস্তাদের কোন জিনিষ দিয়ে সৃষ্টি করেছে? তাদের দ্বারা ভুল অন্যায় হওয়া সম্ভব?

২। ঐ ফারিস্তার নাম বল যে বান্দাদের রুজী বণ্টন করে?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টাদশ পাঠ

বর্‌কত ও নহুছৎ

বরকতের (উন্নতির) কারণসমূহ

১। সূর্য্যাস্তের পূর্বে আলো জ্বালান।

২। বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ছুরা তওহীদ পড়া।

৩। খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা।

৪। ইয়াকুত ও ফিরোজার আংটি পরিধান করা।

৫। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা।

৬। আজানের পূর্বে মস্‌জিদে পৌঁছান।

৭। পবিত্র সহকারে থাকা।

৮। নামাজের পর নির্দিষ্ট দোয়া সমূহ পাঠ করা।

৯। আত্মীয় স্বজনের উপকার করা।

১০। ঘর পরিষ্কার রাখা।

১১। মুমিনদের প্রয়োজন মেটানো।

১২। আহার সংগ্রহ কর্মে সকালে যাত্রা করা।

১৩। মোয়াজ্জিনের আজান পুনরাবৃত্তি করা।

১৪। দস্তরখানার উপর পড়ে যাওয়া খাদ্য যত্ন সহকারে খাওয়া।

১৫। রাত্রে ওয়াজু করে ঘুমান।

অনুশীলনী

১। পাঁচটি উন্নতির কারণ বল ?

২। রুজীর জন্য সকালে বের হওয়া। আজান পুনরাবৃত্তি করা উন্নতির কারণ না অবনতির কারণ ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উনবিংশ পাঠ

মহুছতের (অবনতির) কারণসমূহ

১। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা।
২। দাঁড়িয়ে খাদ্য খাওয়া।
৩। ফুঁ দিয়ে আলো নেভান।
৪। জামার হাতা বা দামন দিয়ে মুখ মোছা।
৫। হাম্মামে (গোসলখানায়) প্রস্রাব করা।
৬। মাটি দিয়ে হাত ধৌত করা।
৭। রসুন ও পেঁয়াজের খোসা জ্বালান।
৮। কবরের উপর বসা
৯। চৌকাঠের উপর বসা।
১০। দাঁত দিয়ে নখ কাটা।
১১। ভিক্ষুকদের অবহেলা করা।
১২। কলমের উপর পা রাখা।
১৩। ঘরে মাকড়সার জাল রাখা।
১৪। জানাবাতের অবস্থায় কিছু খাওয়া।
১৫। দাঁড়িয়ে মাথা আচড়ানো।
১৬। রাত্রে দাঁড়িয়ে পানী খাওয়া।
১৭। জঞ্জাল ঘরে রাখা।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

১৮। দাঁড়িয়ে পাজামা পরা।

১৯। ফজরের নামাজ পড়ার পর সূর্য্য ওঠার পূর্বে ঘুমান।

অনুশীলনী

১। অবনতির পাঁচটি কারণ বল ?

২। কবরের উপর বসা এবং ওয়াজু করে ঘুমান কোন কারণের মধ্যে বল ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিংশতি পাঠ

যিকিরের আদর্শ

যদি **আল্লাহ্** পাক আমাদের স্মরণে থাকে তবে আমরা কখনই **গুনাহ্** করিনা কারণ গুনাহ করলে খোদা অসন্তুষ্ট হয়। যেমন কোন ভাল ছেলে তার বাবাকে অসন্তুষ্ট করে না তা'হলে কোন খাঁটি মুসলমান খোদাকে কিভাবে অসন্তুষ্ট করবে? প্রকৃত মুসলমান হিসাবে আমাদের উপর ফরজ হইল **গুনাহ্** থেকে বিরত হওয়া ও খোদার আদেশ পালন করা। সেজন্য প্রয়োজন হল খোদাকে সর্বদা স্মরণ করা, খোদার স্মরণে হৃদয় পবিত্র থাকে। আমাদের কর্মে উন্নতি হয় ও নহুছৎ দূর হয়ে যায়।

এ জন্য অভ্যাস কর যে, যখন –

১। কোন কাজ আরম্ভ কর "**বিছমিল্লাহ**......." বল।

২। কোন কাজ সমাপ্ত (শেষ) করিলে)

'**আল্‌হামদুলিল্লাহ্** বল।

৩। কোন অসৎ কাজ করলে বা দেখিলে

'**আছ্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্** বল।

৪। কোন সৎকাজ দেখলে বা করিলে "**ছুবহানাল্লাহ**"....

বল।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৫। উঠিতে বসতে "লা-হাওলাওয়ালা কু-ওয়াতা-ইল্লাবিল্লাহ" বল।

৬। দুঃখের সংবাদ শুনিলে ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন বল।

৭। আনন্দের সংবাদ শুনিলে 'মাশাআল্লাহ্' বল।

৮। কোন প্রতিশ্রুতি দিতে হইলে "ইন্ শা আল্লাহ্" বল।

৯। কাউকে বিদায় দিতে হইলে 'ফী আমানিল্লাহ্ বল।

১০। কোন নেয়ামত (দান) পেলে শুক্‌রালিল্লাহ্ বল।

১১। কোন কু-খেয়াল হইলে "আউজুবিল্লাহ্" বল।

১২। আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলে আল্ আজামাতু লিল্লাহ্ বল।

অনুশীলনী

১। খোদাকে স্মরণ রাখলে কি লাভ হয়?

২। স্মরণ রাখতে হইলে আমাদের কি করতে হয়?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একত্রিংশ পাঠ

জীবনের আদর্শ

১। হাছান ও হুছাইন আমার দুটি ফুল। "হুজরত রসুল (ছঃ) বলেছেন সুসন্তান একটি ফুল যাহা খোদা তাহার বান্দাকে উপহার দিয়াছে এবং পৃথিবীতে হাছান (আঃ) ও হুছাইন (আঃ) আমার ফুল।"

২। মেয়ে নেকি ও ছেলে নেয়ামত স্বরূপ 'হুজরত জাফর ছাদিক (আঃ) বলেছেন, মেয়ে নেকি স্বরূপ ও ছেলে দান স্বরূপ। নেকির জন্য তোমাকে ছওয়াব দেওয়া হবে আর দানের জন্য প্রশ্ন করা হবে।

৩। ছেলেদের নাম নবী পাকের নামে রাখা উচিৎ হুজরত জাফর ছাদিক (আঃ) বলেছেন, হুজরত রসুলের বানী "যার চারটি ছেলে আছে, আর সে একটি ছেলের নাম ও আমার নামে রাখে নাই সে আমার উপর জুলুম বা অত্যাচার করেছে।"

৪। আজান ও ইক্কামাতের পর শয়তানের আক্রমণ হয় না হুজরত রসুল (ছাঃ) বলেছেন "শিশু ভূমিষ্ঠ হলে ডাইন কানে আজান ও বাম কানে ইক্কামত দেওয়া উচিৎ। ইহাতে শিশু শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পায়।"

৫। আক্কীক্কা ও মাথা মুড়ানোর পার্থক্য=হুজরত ইমাম জাফর ছাদিক (আঃ) বলেছেন "শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার আক্কীক্কা করা মাথা মুড়ানো ও চুলের ওজনে ছাদ্কা দেওয়া উচিত। মাথা মুড়ানো ও আক্কীক্কার পৃথক পৃথক কাজ সপ্তম দিনে

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উভয় কাজ এক সঙ্গে করা ছুন্নত। যদি সপ্তম দিনে মাথা মুড়ানো না যায় তবুও আক্বীক্বা করা যায়। অর্থাৎ পশু জাবাহ্ করতে হয় ও মাথা মুড়ানোর প্রয়োজন হয় না।

৬। হজরত আলী (আঃ) বলেন "শিশু তিন বৎসরের হইলে তাকে সাতবার **"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্"** বলাতে হইবে। ছ'দিন পর তাকে **"মুহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্"** বলাতে হইবে। চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হইলে তাকে **ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদীওঁ ওয়া আলিহী মুহম্মাদ'** বলতে হবে। পঞ্চম বৎসরে উত্তর দক্ষিণ দিকের পরিচয় করাইতে হইবে। যখন ইহার পরিচয় হয়ে যাবে তখন তাকে ক্বিব্লার দিকে মুখ করিয়ে সাজ্দা করার আদেশ দিতে হইবে।

ষষ্ঠ বৎসর বয়সে রুকু ও সজদা শিক্ষা দিতে হইবে সপ্তম বৎসরে হাত-মুখ ধৌত করার নিয়ম শিখাইতে হইবে। ওয়াজু শেখা হইলে নামাজ পড়ার আদেশ দিতে হবে। নবম বৎসর হইলে **ওয়াজুর** সকল নিয়ম শিক্ষার পর নামাজের আদেশ দিতে হইবে। নামাজ না পড়লে তাকে মারতে হবে। যখন সে ওয়াজু ও নামাজ শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তখন খোদা তার বাবা মাকে ক্ষমা করবে **'ইন্‌শাআল্লাহ্'**

অনুশীলনী

১। হজরত রসুল (ছঃ) তাঁর ফুল কাদের বলেছেন ?

২। হজরত আলী (আঃ) সন্তান পালনের কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

৩। মাথা মুড়ানো এবং আক্বীক্বার মধ্যে পার্থক্য কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাবিংশ পাঠ

দুআ-ই-কোমায়েল

তোমরা হয়ত দেখেছ শবেজুমায় (বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রে) বহুলোক একটা দুআ পাঠ করে যার নাম দুআ-ই-কোমায়েল। এই দুআয়ে অনেক উপকারিতা আছে। দুনিয়ায় লোকের রুজীতে, বরকত হয়। পরকালে তার গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

এই দুআ নামকরণের কারণ হইল, হজরত আলী (আঃ) তাঁর একজন শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দিয়েছিলেন। হজরত কোমায়েলের বংশ খুবই ভদ্র ছিল। তিনি তাঁর দলের নেতা ছিলেন। এক সময় কোন কারণে বাদশাহ্ তাঁকে চড় মেরেছিল। তিনি এর প্রতিশোধ নিতে চাইলে বাদশাহ্ প্রতিশোধ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি ক্ষমা করলেন বাদশাহর প্রতিশোধ দিতে প্রস্তুত দেখে বুঝা যায়। যে কোমায়লের দারুণ প্রভাব ছিল এবং লোক তাঁকে ভয় করে চলিত। নতুবা বাদশাহ্ কখনও কাউকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দিতে পারে না। হজরত কোমায়েল তাঁর হক্ (অধিকার) মাফ করে জানিয়ে দিলেন যে, হজরত আলীর (আঃ) প্রেমিকগণ এরূপ গুণ সম্পন্ন হন। তাঁরা সর্বদা নিজ অধিকার

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু খোদা ও রাসুলের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দিতে পারেন না।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। দুআ'-ই- কুমায়েলের নাম দুআ'-ই-কুমায়েল কেন হল ?

২। হজরত কুমায়েল কে ছিলেন ?

৩। কুমায়েলের সঙ্গে বাদশাহের ব্যবহার কিরূপ ছিল ?

৪। বাদশাহের সঙ্গে কুমায়েলে... বহার কিরূপ ছিল ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রৈবিংশ পাঠ

মালিক ইবনে নোওয়াইরা

তিনি হজরত রসুলুল্লাহর (ছঃ) ছাহাবী ছিলেন। তাঁকে হজরত মুসলমানদের নিকট থেকে জাকাৎ প্রভৃতি আদায়কারী নিযুক্ত করেন। তিনি হজরতের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত নিজ পদে অসিন ছিলেন। কিন্তু হজরত রাশুল (ছঃ) এর মৃত্যুর পর মাদিনায় এসে দেখেন, জনগণ হজরত আলীকে ত্যাগ করে জোরপূর্বক অন্যব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করেছে তিনি খলিফাকে বললেন "তুমি তোমার স্থানে থাক আর এই স্থানটি তার অধিকারীকে দিয়ে দাও। হজরত রসুল (ছঃ) গদীর খুমে হজরত আলীকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। এখন অন্য ব্যক্তির হুকুমতের কোন উপায় নেই।" এরপর জাকাতের মাল তাকে দিতে অস্বীকার করলেন তখন খলিফা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে যে অত্যন্ত ঝগড়ালু ব্যক্তি ছিল সৈন্য বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিল। সে মালিকের গত্রের লোকের উপর জোর পূর্বক আক্রমন করল ও সকলকে হত্যা করেছিলো মুসলমানদের জীবন, মান ও ইজ্জতের কোন পরওয়া করে নাই। অথচ মালিক ইবনে নোওয়াইয়ারা হত্যার সময় পর্য্যন্ত কলিমা পড়ে নিজের মুসলমান হওয়ার ঘোষনা করেছিলেন।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। মালিক ইব্‌নে নোওয়াইরা কে ছিলেন ?

২। তাঁর কি কাজ ছিল ?

৩। খলিফা কেন তাঁর উপর আক্রমণ করল ?

৪। খালিদ তাঁর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিল

৫। মালিক হজরত আলীকে কেন খলিফা বলে স্বীকার করতেন ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্বিংশ পাঠ

তাক্বলীদ

খোদা এই পৃথিবীতে কোন জিনিষ বেকার সৃষ্টি করে নাই। আর আমাদের (মানুষকে) তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্য আমাদের উপর ফরজ হল,—আমরা ধর্মের সকল আদেশের উপর আমল করি, যাহা খোদা আমাদের জন্য নিযুক্ত করেছে। এটাও সত্য যে জ্ঞান অর্জন না করলে আমল করা সম্ভব নয়। সে জন্য প্রথমে ঐ নির্দেশগুলি জানা প্রয়োজন এবং ইহা সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে সে ক্বুরআন হাদিছ্ থেকে খোদার আদেশ জেনে নেবে। এ জন্য প্রয়োজন যাদের ইলমেদীন (ধর্মীয় জ্ঞান) জানা আছে, তাঁর নিকট থেকে আদেশ—জেনে নিয়ে তার উপর আমল্ করা। ইহার নামিই তাক্বলীদ্।

যে বিষয়ে জ্ঞান সব মুসল্মানের না থাকে এবং উহা মুসলমান-দের মধ্যে সর্বসম্মত না হয়। কেবলমাত্র সেই বিষয়ে তাক্বলীদ করা হয়। এমন বিষয় যাহা ইসলামে অতি পরিষ্কার যাহা সকল মুসলমান জানে, যেমন—নামাজ, রোজা, ওয়াজিব হওয়ার আদেশ প্রভৃতিতে তাক্বলীদের প্রয়োজন নেই। যে আলীম নিজ যুগে সমস্ত ওলামাদের থেকে বেশী জ্ঞানী কেবল তাঁরই তাক্বলীদ করা হয়। কারণ এরূপ আলীমের বর্তমানে নিচুমানের আলীমের তাক্বলীদ করা নাজায়েজ ও বিবেকের পরিপন্থি। এই কারণেই

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ধর্মভিরু ও আলীম (জ্ঞানী) ওলামা যাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেন তাঁকেই আলাম (সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) মানা উচিত।

আলামের মাছায়েল জেনে তার উপর আমল্ করা তাক্লীদকারীর অবশ্যই কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। তাক্লীদের অর্থ কি ?

২। বর্তমানে আলম্‌কে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চবিংশ পাঠ

তাহারত ও নাজাছাত

প্রতিটি জিনিস পাক, যত সময় তার না-পাক হওয়ার বিষয় না জানা যায়। যখন কোন পাক জিনিস না-পাক জিনিসের সঙ্গে মিলন হয় ও উভয়ের মধ্যে কোন একটি বা দু'টিই ভিজে থাকে কেবল তখনই উহা না-পাক হবে। যদি কোন জিনিসের পাক হওয়া পূর্বেই আমাদের জানা থাকে, পরে তার না-পাক হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে উহা কেবল সন্দেহের কারণেই না-পাক বলে ধরা হবে না বরং পাক বলে বুঝতে হবে। যদি সন্দেহ না হয় অনুমান করা হয় তবে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে উহা না-পাক হবে না ও যত সময় না-পাকের বিষয় পূর্ণ বিশ্বাস না হয়, তত সময় উহা পাক থাকবে।

নাজাছত (অপবিত্রতা) জানার তিনটি উপায় আছে।

প্রথমঃ — ব্যক্তিগত জ্ঞান, অর্থাৎ কোন জিনিস না-পাক হতে স্বচক্ষে দেখা।

দ্বিতীয় ঃ— যদি দু'জন আদিল সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক জিনিস না-পাক। একজন আদিলের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না। অবশ্য যদি একজনের সাক্ষ্যে বিশ্বাস হয়ে যায় তবে যথেষ্ট হবে ও সে জিনিসটি না-পাক বুঝতে হবে।

তৃতীয় ঃ— জিনিসটি যে ব্যক্তির অধীনে আছে - সে বলে উহা না-পাক—তবে মালিক, চাকর বা ভাড়াটে হলেও—তাকে না-পাক

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মনে করতে হবে। এখানে— মালিকের আদিল্ হওয়ার প্রয়োজন নাই।

ত্বাহারত্ (পবিত্রতা) কে জানারও তিনটি উপায় আছে।

প্রথম :— ব্যক্তিগত জ্ঞান, অর্থাৎ জিনিসটি পাক হ'তে নিজ চোখে দেখা।

দ্বিতীয় : দু'জন আদিলের সাক্ষ্য যে উহা পাক ।

তৃতীয় : যার অধীনে আছে সে বলে যে ইহা পাক আছে।

যদি কোন জিনিস না-পাক হওয়ার বিষয়ে প্রথমে জানা থাকে পরে উহার পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ বা অনুমান হলেও উহা না-পাক থাকবে। অবশ্য যদি জিনিসটি এতদিনে আমাদের দৃষ্টির বাহিরে থাকে এবং ততদিনে উহা পাক করার সম্ভবতা হয়ে থাকে, তবে উহাকে আমরা পাক বলে মনে করতে পারি।

যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে লোকটি মুসলমান না— কাফির, তবে তার নিকট থেকে খাদ্য ও পানিয় দ্রব্য বা অন্য জিনিস ক্রয় করতে পারে। জিনিসটি শুষ্ক বা রসাল যাই হোক না কেন উক্ত জিনিসকে পাক মনে করতে হবে। বেশী ঘাঁটা ঘাঁটির প্রয়োজন নেই।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। যদি পাক জিনিসের না-পাক হওয়ার সন্দেহ বা অনুমান হয় তবে কি করবে ?

২। পাক জিনিসকে না-পাক কখন ধরতে হবে ?

৩। ইল্‌মের অর্থ কি ?

৪। সাক্ষ্যের মানে কি ?

৫। না-পাক জিনিসকে কখন পাক ধরা হবে ?

৬। যে ব্যক্তির মুসলমান হওয়া ও না হওয়া জানা যায় না তার নিকট থেকে কিছু ক্রয় করা যায় কিনা ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টদশ পাঠ

বর্‌কত্‌ ও নহুছৎ

বরকতের (উন্নতির) কারণসমূহ

১। সূর্য্যাস্তের পূর্বে আলো জ্বালান।
২। বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ছুরা তওহীদ পড়া।
৩। খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা।
৪। ইয়াকুত ও ফিরোজার আংটি পরিধান করা।
৫। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা।
৬। আজানের পূর্বে মস্‌জিদে পৌঁছান।
৭। পবিত্র সহকারে থাকা।
৮। নামাজের পর নির্দিষ্ট দোয়া সমূহ পাঠ করা।
৯। আত্মীয় স্বজনের উপকার করা।
১০। ঘর পরিষ্কার রাখা।
১১। মুমিনদের প্রয়োজন মেটানো।
১২। আহার সংগ্রহ কর্মে সকালে যাত্রা করা।
১৩। মোয়াজ্জিনের আজান পুনরাবৃত্তি করা।
১৪। দস্তরখানার উপর পড়ে যাওয়া খাদ্য যত্ন সহকারে খাওয়া।
১৫। রাত্রে ওয়াজু করে ঘুমান।

অনুশীলনী

১। পাঁচটি উন্নতির কারণ বল?
২। রুজীর জন্য সকালে বের হওয়া। আজান পুনরাবৃত্তি করা উন্নতির কারণ না অবনতির কারণ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উনবিংশ পাঠ

মুছিবতের (অবনতির) কারণসমূহ

১। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা।

২। দাঁড়িয়ে খাদ্য খাওয়া।

৩। ফুঁ দিয়ে আলো নেভান।

৪। জামার হাতা বা দামন দিয়ে মুখ মোছা।

৫। হাম্মামে (গোসলখানায়) প্রস্রাব করা।

৬। মাটি দিয়ে হাত ধৌত করা।

৭। রসুন ও পেঁয়াজের খোসা জ্বালান।

৮। কবরের উপর বসা

৯। চৌকাঠের উপর বসা।

১০। দাঁত দিয়ে নখ কাটা।

১১। ভিক্ষুকদের অবহেলা করা।

১২। কলমের উপর পা রাখা।

১৩। ঘরে মাকড়সার জাল রাখা।

১৪। জানাবাতের অবস্থায় কিছু খাওয়া।

১৫। দাঁড়িয়ে মাথা আচড়ানো।

১৬। রাত্রে দাঁড়িয়ে পানী খাওয়া।

১৭। জঞ্জাল ঘরে রাখা।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

। দাঁড়িয়ে পাজামা পরা।

। ফজরের নামাজ পড়ার পর সূর্য্য ওঠার পুর্বে ঘুমান।

অনুশীলনী

। অবনতির পাঁচটি কারণ বল ?

। কবরের উপর বসা এবং ওয়াজু করে ঘুমান কোন কারণের মধ্যে বল ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিংশতি পাঠ

বন্দেগীর আদর্শ

যদি **আল্লাহ্** পাক আমাদের স্মরণে থাকে তবে আমরা **কখনই গুনাহ্ করিনা** কারণ গুনাহ করলে খোদা অসন্তুষ্ট হয়। যেমন কোন ভাল ছেলে তার বাবাকে অসন্তুষ্ট করে না তা'হলে কোন খাঁটি মুসলমান খোদাকে কিভাবে অসন্তুষ্ট করবে ? প্রকৃত মুসলমান হিসাবে আমাদের উপর ফরজ হইল **গুনাহ্** থেকে বিরত হওয়া ও খোদার আদেশ পালন করা। সেজন্য প্রয়োজন হল খোদাকে **সর্বদা** স্মরণ করা, খোদার স্মরণে হৃদয় পবিত্র থাকে। আমাদের কর্মে উন্নতি হয় ও নহুছৎ দূর হয়ে যায় ?

এ জন্য অভ্যাস কর যে, যখন –

১। কোন কাজ আরম্ভ কর „**বিছমিল্লাহ**........" বল।

২। কোন কাজ সমাপ্ত (শেষ) করিলে)

'**আলহামদুলিল্লাহ্** বল।

৩। কোন অসৎ কাজ করলে বা দেখিলে

'**আছ্তাগ্ফিরুল্লাহ্** বল।

৪। কোন সৎকাজ দেখলে বা করিলে "**ছুবহানাল্লাহ**"....

বল।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৫। উঠতে বসতে **"লা-হাওলাওয়ালা কু-ওয়াতা-ইল্লাবিল্লাহ"** বল।

৬। দুঃখের সংবাদ শুনিলে **ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন** বল।

৭। আনন্দের সংবাদ শুনিলে **'মাশাআল্লাহ'** বল।

৮। কোন প্রতিশ্রুতি দিতে হইলে **"ইন্‌শা আল্লাহ্"** বল।

৯। কাউকে বিদায় দিতে হইলে **'ফী আমানিল্লাহ্'** বল।

১০। কোন নেয়ামত (দান) পেলে **শুক্‌রালিল্লাহ্** বল।

১১। কোন কু-খেয়াল হইলে **"আউজুবিল্লাহ্"** বল।

১২। আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলে **আল্‌ আজমাতু লিল্লাহ্** বল।

অনুশীলনী

১। খোদাকে স্মরন রাখলে কি লাভ হয়?

২। স্মরণ রাখতে হইলে আমাদের কি করতে হয়?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এক বিংশ পাঠ

জীবনের আদর্শ

১। হাছান ও হুছাইন আমার দুটি ফুল। "হজরত রসুল (ছঃ) বলেছেন সুসন্তান একটি ফুল যাহা খোদা তাহার বান্দাকে উপহার দিয়াছে এবং পৃথিবীতে হাছান (আঃ) ও হুছাইন (আঃ) আমার ফুল।"

২। মেয়ে নেকি ও ছেলে নেয়ামত স্বরূপ 'হজরত জাফর ছাদিক (আঃ) বলেছেন, মেয়ে নেকি স্বরূপ ও ছেলে দান স্বরূপ। নেকির জন্য তোমাকে ছওয়াব দেওয়া হবে আর দানের জন্য প্রশ্ন করা হবে।

৩। ছেলেদের নাম নবী পাকের নামে রাখা উচিৎ হজরত জাফর ছাদিক (আঃ) বলেছেন, হজরত রসুলের বানী "যার চারটি ছেলে আছে, আর সে একটি ছেলের নাম ও আমার নামে রাখে নাই সে আমার উপর জুলুম বা অত্যাচার করেছে।"

৪। আজান ও ইক্কামাতের পর শয়তানের আক্রমণ হয় না হজরত রসুল (ছাঃ) বলেছেন "শিশু ভূমিষ্ঠ হলে ডাইন কানে আজান ও বাম কানে ইক্কাম ত দেওয়া উচিৎ। ইহাতে শিশু শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পায়।"

৫। আকীক্কা ও মাথা মুড়ানোর পার্থক্য=হজরত ইমাম জাফর ছাদিক (আঃ) বলেছেন "শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার আকীক্কা করা মাথা মুড়ানো ও চুলের ওজনে ছাদ্‌কা দেওয়া উচিত।

মাথা মুড়ানো ও আকীকার পৃথক পৃথক কাজ সপ্তম দিনে

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উভয় কাজ এক সঙ্গে করা ছুন্নত। যদি সপ্তম দিনে মাথা মুড়ানো না যায় তবুও আক্বীক্বা করা যায়। অর্থাৎ পশু জাবাহ্ করতে হয় ও মাথা মুড়ানোর প্রয়োজন হয় না।

৬। হজরত আলী (আঃ) বলেন "শিশু তিন বৎসরের হইলে তাকে সাতবার **"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্"** বলাতে হইবে। দু'দিন পর তাকে **"মুহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্"** বলাতে হইবে। চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হইলে তাকে **ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদীওঁ ওয়া আলিহী মুহম্মাদ্'** বলতে হবে। পঞ্চম বৎসরে উত্তর দক্ষিণ দিকের পরিচয় করাইতে হইবে। যখন ইহার পরিচয় হয়ে যাবে তখন তাকে ক্বিব্লার দিকে মুখ করিয়ে সাজ্দা করার আদেশ দিতে হইবে।

যষ্ঠ বৎসর বয়সে রুকু ও সজদা শিক্ষা দিতে হইবে সপ্তম বৎসরে হাত-মুখ ধৌত করার নিয়ম শিখাইতে হইবে। ওয়াজু শেখা হইলে নামাজ পড়ার আদেশ দিতে হবে। নবম বৎসর হইলে **ওয়াজুর** সকল নিয়ম শিক্ষার পর নামাজের আদেশ দিতে হইবে। নামাজ না পড়লে তাকে মারতে হবে। যখন সে ওয়াজু ও নামাজ শিক্ষা সম্পুর্ন করে তখন খোদা তার বাবা মাকে ক্ষমা করবে **'ইন্শাআল্লাহ্'**

অনুশীলনী

১। হজরত রসুল (ছঃ) তাঁর ফুল কাদের বলেছেন ?

২। হজরত আলী (আঃ) সন্তান পালনের কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

৩। মাথা মুড়ানো এবং আক্বীক্বার মধ্যে পার্থক্য কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাবিংশ পাঠ

দুআ-ই-কোমায়েল

তোমরা হয়ত দেখেছ শবেজুমায় (বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রে) বহুলোক একটা দুআ পাঠ করে যার নাম দুআ-ই-কোমায়েল। এই দুআয়ে অনেক উপকারিতা আছে। দুনিয়ায় লোকের রুজীতে, বরকত হয়। পরকালে তার গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

এই দুআ নামকরণের কারণ হইল, হজরত আলী (আঃ) তাঁর একজন শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দিয়েছিলেন। হজরত কোমায়েলের বংশ খুবই ভদ্র ছিল। তিনি তাঁর দলের নেতা ছিলেন। এক সময় কোন কারণে বাদশাহ্ তাঁকে চড় মেরেছিল। তিনি এর প্রতিশোধ নিতে চাইলে বাদশাহ্ প্রতিশোধ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি ক্ষমা করলেন বাদশাহর প্রতিশোধ দিতে প্রস্তুত দেখে বুঝা যায়। যে কোমায়লের দারুণ প্রভাব ছিল এবং লোক তাঁকে ভয় করে চলিত। নতুবা বাদশাহ্ কখনও কাউকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দিতে পারে না। হজরত কোমায়েল তাঁর হক্ (অধিকার) মাফ করে জানিয়ে দিলেন যে, হজরত আলীর (আঃ) প্রেমিকগণ এরূপ গুণ সম্পন্ন হন। তাঁরা সর্বদা নিজ অধিকার

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু খোদা ও রাসুলের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দিতে পারেন না।

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। দুআ-ই- কুমায়েলের নাম দুআ-ই-কুমায়েল কেন হল ?

২। হজরত কুমায়েল কে ছিলেন ?

৩। কুমায়েলের সঙ্গে বাদশাহের ব্যবহার কিরূপ ছিল ?

৪। বাদশাহের সঙ্গে কুমায়েলের ব্যবহার কিরূপ ছিল ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রৈবিংশ পাঠ

মালিক ইবনে নোওয়াইরা

তিনি হজরত রসুলুল্লাহর (ছঃ) ছাহাবী ছিলেন। তাঁকে হজরত মুসলমানদের নিকট থেকে জাকাৎ প্রভৃতি আদায়কারী নিযুক্ত করেন। তিনি হজরতের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত নিজ পদে অসিন ছিলেন। কিন্তু হজরত রাসুল (ছঃ) এর মৃত্যুর পর মাদিনায় এসে দেখেন, জনগণ হজরত আলীকে ত্যাগ করে জোরপূর্বক অন্যব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করেছে তিনি খলিফাকে বললেন "তুমি তোমার স্থানে থাক আর এই স্থানটি তার অধিকারীকে দিয়ে দাও। হজরত রসুল (ছঃ) গদীর খুমে হজরত আলীকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। এখন অন্য ব্যক্তির হুকুমতের কোন উপায় নেই।" এরপর জাকাতের মাল তাকে দিতে অস্বীকার করলেন তখন খলিফা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে যে অত্যন্ত ঝগড়ালু ব্যক্তি ছিল সৈন্য বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিল। সে মালিকের গত্রের লোকের উপর জোর পূর্বক আক্রমন করল ও সকলকে হত্যা করেছিলো মুসলমানদের জীবন, মান ও ইজ্জতের কোন পরওয়া করে নাই। অথচ মালিক ইবনে নোওয়াইয়ারা হত্যার সময় পর্য্যন্ত কলিমা পড়ে নিজের মুসলমান হওয়ার ঘোষনা করেছিলেন।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। মালিক ইবনে নোওয়াইরা কে ছিলেন ?

২। তাঁর কি কাজ ছিল ?

৩। খলিফা কেন তাঁর উপর আক্রমণ করল ?

৪। খালিদ তাঁর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিল

৫। মালিক হজরত আলীকে কেন খলিফা বলে স্বীকার করতেন ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্বিংশ পাঠ

তাক্লীদ

খোদা এই পৃথিবীতে কোন জিনিষ বেকার সৃষ্টি করে নাই। আর আমাদের (মানুষকে) তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্য আমাদের উপর ফরজ হল,—আমরা ধর্মের সকল আদেশের উপর আমল করি, যাহা খোদা আমাদের জন্য নিযুক্ত করেছে। এটাও সত্য যে জ্ঞান অর্জন না করলে আমল করা সম্ভব নয়। সে জন্য প্রথমে ঐ নির্দেশগুলি জানা প্রয়োজন এবং ইহা সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে সে কুরআন হাদিছ্ থেকে খোদার আদেশ জেনে নেবে। এ জন্য প্রয়োজন যাদের ইলমেদীন (ধর্মীয় জ্ঞান) জানা আছে, তাঁর নিকট থেকে আদেশ—জেনে নিয়ে তার উপর আমল্ করা। ইহার নামিই তাক্লীদ্।

যে বিষয়ে জ্ঞান সব মুসল্মানের না থাকে এবং উহা মুসলান-দের মধ্যে সর্বসম্মত না হয়। কেবলমাত্র সেই বিষয়ে তাক্লীদ করা হয়। এমন বিষয় যাহা ইসলামে অতি পরিস্কার যাহা সকল মুসলমান জানে, যেমন—নামাজ, রোজা, ওয়াজিব হওয়ার আদেশ প্রভৃতিতে তাক্লীদের প্রয়োজন নেই। যে আলীম নিজ যুগে সমস্ত ওলামাদের থেকে বেশী জ্ঞানী কেবল তাঁরই তাক্লীদ করা হয়। কারণ এরূপ আলীমের বর্তমানে নিচুমানের আলীমের তাক্লীদ করা নাজায়েজ ও বিবেকের পরিপন্থি। এই কারণেই

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ধর্মভিরু ও আলীম (জ্ঞানী) ওলামা যাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেন তাঁকেই আলাম (সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) মানা উচিত।

আলামের মাছায়েল জেনে তার উপর আমল্ করা তাক্কলীদকারীর অবশ্যই কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। তাক্কলীদের অর্থ কি ?

২। বর্তমানে আলম্‌কে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চবিংশ পাঠ

তাহারত ও নাজাছাত

প্রতিটি জিনিস পাক, যত সময় তার না-পাক হওয়ার বিষয় না জানা যায়। যখন কোন পাক জিনিস না-পাক জিনিসের সঙ্গে মিলন হয় ও উভয়ের মধ্যে কোন একটি বা দু'টিই ভিজে থাকে কেবল তখনই উহা না-পাক হবে। যদি কোন জিনিসের পাক হওয়া পূর্বেই আমাদের জানা থাকে, পরে তার না-পাক হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে উহা কেবল সন্দহের কারণেই না-পাক বলে ধরা হবে না বরং পাক বলে বুঝতে হবে। যদি সন্দেহ না হয় অনুমান করা হয় তবে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে উহা না-পাক হবে না ও যত সময় না-পাকের বিষয় পূর্ণ বিশ্বাস না হয়, তত সময় উহা পাক থাকবে।

নাজাছত (অপবিত্রতা) জানার তিনটি উপায় আছে ।

প্রথমঃ— ব্যক্তিগত জ্ঞান, অর্থাৎ কোন জিনিস না-পাক হতে স্বচক্ষে দেখা।

দ্বিতীয় ঃ— যদি দু'জন আদিল সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক জিনিস না-পাক। একজন আদিলের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না। অবশ্য যদি একজনের সাক্ষ্যে বিশ্বাস হয়ে যায় তবে যথেষ্ট হবে ও সে জিনিসটি না-পাক বুঝতে হবে ।

তৃতীয় ঃ— জিনিসটি যে ব্যক্তির অধীনে আছে - সে বলে উহা না-পাক—তবে মালিক, চাকর বা ভাড়াটে হলেও—তাকে না-পাক

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মনে করতে হবে। এখানে— মালিকের আদিল্ হওয়ার প্রয়োজন নাই।

ত্বাহারত্ (পবিত্রতা) কে জানারও তিনটি উপায় আছে।

প্রথম :— ব্যক্তিগত জ্ঞান, অর্থাৎ জিনিসটি পাক হ'তে নিজ চোখে দেখা।

দ্বিতীয় : দু'জন আদিলের সাক্ষ্য যে উহা পাক ।

তৃতীয় : যার অধীনে আছে সে বলে যে ইহা পাক আছে।

যদি কোন জিনিস না-পাক হওয়ার বিষয়ে প্রথমে জানা থাকে পরে উহার পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ বা অনুমান হলেও উহা না-পাক থাকবে। অবশ্য যদি জিনিসটি এতদিনে আমাদের দৃষ্টির বাহিরে থাকে এবং ততদিনে উহা পাক করার সম্ভবতা হয়ে থাকে, তবে উহাকে আমরা পাক বলে মনে করতে পারি।

যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে লোকটি মুসলমান না— কাফির, তবে তার নিকট থেকে খাদ্য ও পানিয় দ্রব্য বা অন্য জিনিস ক্রয় করতে পারে। জিনিসটি শুষ্ক বা রসাল যাই হোক না কেন উক্ত জিনিসকে পাক মনে করতে হবে। বেশী ঘাঁটা ঘাঁটির প্রয়োজন নেই।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। যদি পাক জিনিসের না-পাক হওয়ার সন্দেহ বা অনুমান হয় তবে কি করবে ?

২। পাক জিনিসকে না-পাক কখন ধরতে হবে ?

৩। ইল্‌মের অর্থ কি ?

৪। সাক্ষ্যের মানে কি ?

৫। না-পাক জিনিসকে কখন পাক ধরা হবে ?

৬। যে ব্যক্তির মুসলমান হওয়া ও না হওয়া জানা যায় না তার নিকট থেকে কিছু ক্রয় করা যায় কিনা ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠ বিংশ পাঠ

পাক ও না-পাক সম্পর্কে কিছু মাছায়েল

দুধ, দই, ঘি জায়তুনেরতৈল ও এই ধরণের জিনিসের মধ্যে যাহা জমে থাকে, যদি তার উপর না-পাক পড়ে যায় তবে যে স্থানে পড়েছে কেবলমাত্র ঐ অংশটি না-পাক হবে, অবশিষ্ট অংশ পাক। কিন্তু যদি জিনিসটি তরল হয় তবে সম্পূর্ণ জিনিসটি না-পাক হয়ে যাবে।

জিনিসটি জমা কি তরল জানতে হলে উহা থেকে এক চামচ জিনিস বার করে নিতে হবে। যদি চামচ কাটার পর সেই স্থান সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে যায় তবে জিনিসটি তরল। আর যদি স্থানটি পূর্ণ না হয় বা অনেক পরে পূর্ণ হয় তবে উভই ক্ষেত্রে না-পাকী যেখানে পড়ে ছিল কেবল সেই স্থানটি ও তার আসপাশের স্থান না-পাক মনে করতে হবে এবং চামচ দ্বারা ঐ পরিমাণ বার করে ফেললে অবশিষ্ট জিনিসটা পাক থাকবে।

না-পাক জিনিস খাওয়া ও পান করা হারাম এবং অন্য ব্যক্তিকেও না-পাক জিনিস খাওয়ানো হারাম।

কুরাআন মজিদ, মসজিদ, মসজিদের মেঝে নবীদের ও ইমামদের কবর গুলি না-পাক করা হারাম। যদি এই স্থানগুলি

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

না-পাক হয়ে যায় তবে উহাকে তৎক্ষনাৎ পাক করা ওয়াজিব।

অনুশীলনী

১। যদি জমা দুধ বা ঘিতে না-পাকী পড়ে যায় তবে কি সবটা না-পাক হয়ে যাবে ?

২। যদি দুধ বা ঘি জমা না হয় এবং উহাতে না-পাকী পড়লে কি আদেশ আছে ?

৩। যদি না জানা যায় জিনিসটি তরল না জমা তবে কিভাবে জানা যাবে ?

৪। না-পাক জিনিস খাওয়া ও পান করার আদেশ কি ?

৫। কোন্ জিনিসগুলি না-পাক করা হারাম ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তবিংশ পাঠ

শৌচাগারের নিয়মাবলী

যে কোন অবস্থায় অন্য ব্যক্তির দৃষ্টি থেকে নিজ লজ্জা-স্থানকে লুকানো প্রতি ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। যখন পায়খানায় যাবে তখনও লুকাতে হবে। অপরের লজ্জাস্থান দেখা হারাম। প্রস্রাব করার পর পানি দিয়ে ধৌত করা ওয়াজিব। পানি ছাড়া প্রস্রাব পাক হয় না। পায়খান করার পর পানি দ্বারা ধৌত করা বা তিন টুকরো পাথর, কাগজ বা ঐ জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে পরিষ্কার করতে পারে, কিন্তু যে জিনিস দিয়ে পরিষ্কার করবে তাহা যেন পাক হয়। যদি এক টুকরো পাথরের দ্বারা না-পাকী দূর হয়ে যায় তবুও তিন টুকরো ব্যবহার করতে হবে। যদি তিন টুকরোয় পরিষ্কার না হয় তবে যতগুলি প্রয়োজন ততগুলি ব্যবহার করতে হবে।

পাথর প্রভৃতি ব্যবহারের সময় তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

১। পায়খানা নির্দিষ্ট স্থান থেকে যেন অন্যত্র প্রসারিত না

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

২। অন্য কোন না-পাকী পৃথকভাবে পায়খানার স্থানেযেন না লাগে।

৩। রক্ত যেন না বাহির হয়। যদি এই তিনটি শর্তের মধ্যে হইতে একটিও না হয় তবে কেবল পানি দ্বারাই পাক হবে অন্য উপায়ে সম্ভব নয়।

প্রস্রাব-পায়খানার সময় এমনভাবে বসা ওয়াজিব যাহাতে কা'বা তার সামনে বা পিছনে না হয়।

অনুশীলনী

১। কাউকে উলঙ্গ দেখা বা কারো সামনে উলঙ্গ হওয়া কেমন ?

২। প্রস্রাব পায়খানার তাহারতে পার্থক্য কি ?

৩। পানি ছাড়া অন্য কি জিনিস দিয়ে পায়খানার তাহারত হতে পারে ও তার শর্ত কি ?

৪। যদি তিনটির কম পাথরে পায়খানা পরিষ্কার হয়ে যায় বা না হ'লে উভয় ক্ষেত্রের আদেশ কি ?

৫। প্রস্রাব-পায়খানায় বসার সময় কিরূপে বসা উচিত ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্ঠ বিংশ পাঠ

নাপাক জিনিস

দশটি না-পাক জিনিস আছে যাহা কখনও পাক হয় না। উহাকে নাজাছাত বলে।

১। **প্রস্রাব ঃ**—মানুষ ও ঐ পশু যাহার মাংশ খাওয়া হারাম ও জাবাহ করার সময় তার গলা দিয়ে রক্ত জোরে (ফিনকি) প্রবাহিত হয়—তার প্রস্রাব না-পাক।

২। **পায়খানা ঃ** যাহার প্রস্রাব না-পাক তাহার পায়-খানাও না-পাক।

৩। **বীর্য্য ঃ**--বীর্য্য মানুষ ও প্রতিটি পশুর না-পাক। তাহার মাংশ হালাল হউক বা হারাম।

৪। **মুরদার (মৃতদেহ) ঃ**—মানুষ ও যে পশুর জাবাহ্ করার সময় রক্ত জোরে প্রবাহিত হয়—পশু নিজেই মরে যাক বা শরীয়তের বহির্ভূত উপায়ে জাবাহ করা হউক – তাদের মুরদার (মৃতদেহ) না-পাক মুসলমানের লাস গোছল্ দেওয়ার পর না-পাক থাকে না।

৫। **রক্ত ঃ** মানুষ ও যে পশু জাবাহ করিলে রক্ত জোরে প্রবাহিত হয় তাহার রক্ত না-পাক। মাছ, মশা, ছারপোকার প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত নেই বলে উহার রক্ত না-পাক নয়।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

৬। **কুকুর ও শূকর** : স্থলের কুকুর ও শূকরের শরীর সম্পূর্ণ না-পাক। যদি ভিজা অবস্থায় কারও শরীর বা পোষাকের সঙ্গে স্পর্শ হয় তবে উহা না-পাক করে দেবে।

৭। **কাফির** :- যে ব্যক্তি খোদা ও রসুলকে অস্বীকার করে বা এমন মাছ্‌লাকে অস্বীকার করে যাহা ইসলামে প্রচলিত ও সমগ্র মুসলমানদের সর্বসম্মত যেমন— নামাজ, রোজা ওয়াজিব হওয়া। এ জন্য নামাজ, রোজার উপহাসকারী মুসলমান কাফির হয়ে যায়। কাফির না-পাক। সেজন্য তাকে মুসলমানদের কবর-স্থানে দাফন করাও জায়েজ নয়।

৮। **শারাব** (মদ) : সকলপ্রকার শারাব না-পাক এবং উহা পান করা হারাম। কিন্তু অন্য প্রকার নেশার দ্রব্য যেমন— ভাঙ, গাঁজা, চরছ প্রভৃতি না-পাক নয় কিন্তু উহা খাওয়া বা পান করা হারাম।

৯। **ফুককা** :- যব দ্বারা তৈরী শারাবকে ফুক্কা বলে উহা না-পাক ও হারাম। কিন্তু হাকিম (কবিরাজ) দের তৈরী আরক্বে য (যবের রস) শারাব নয় সুতারাং, উহা পাক।

অনুশীলনী

১। কোন্ কোন্ পশুর মুর্দার নাপাক ?

২। সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর পাক না না-পাক ?

৩। নামাজের পরিহাসকারী পাক না না-পাক ?

৪। উকুন ও মাছির রক্ত পাক কি না-পাক ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উনত্রীশ তম পাঠ

পানি

পানি দু'প্রকার হয়

১। **মুজাফ** (মিশ্রিত) পানি— যে তরল পদার্থেকে শর্ত ছাড়া শুধু পানি বলা যায় না। যেমন গোলাপের আরক, (রস) ও লেবুর রস প্রভৃতি। গোলাপের আরক ও লেবুর রস দেখতে পানির মত, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ পানি নয়। মোজাফ পানি কম হোক বা বেশী নাজাছত্ পড়লেই না-পাক হয়ে যায়। মুজাফ পানি দ্বারা তাহারত্, ওয়াজু বা গোস্ল করা যায় না।

২। **বিশুদ্ধ পানি ঃ**—যাকে আমরা কোন শর্ত ছাড়া পানি বলতে পারি। বিশুদ্ধ পানি চার প্রকার—১) কম পানি। ২) অধিক পানি। ৩) প্রবাহিত পানি। ৪) বৃষ্টির পানি।

কম পানি ঃ— এক "কুর" অপেক্ষা কম ও অপ্রবাহিত পানি। তাহাকে কম পানি বলে। এই পানিতে নাজাছত্ পড়লে না-পাক হয়ে যায়। যদিও তার রং, গন্ধ ও স্বাদ অপরিবর্তিত থাকে। কম পানি দিয়ে তাহারত, ওয়াজু ও গোসল করা যায়।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অধিক পানি :— ঐ অপ্রবাহিত পানি যাহা এক "কুর" বা তার অধিক হয়।

"কুর" :—যে পানির পরিমাণ দেড় হাত দৈর্ঘ্য, দেড় হাত প্রস্থ ও দেড় হাত গভীর - সেই পানিকে এক "কুর" বলা হয়।

যখন নাজাছতের মিশ্রণে রং, গন্ধ স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায় তখন ঐ পানি না-পাক হয়।

প্রবাহিত পানি : যে পানি জমি ভেদ করে বার হয় এক কুর অপেক্ষা কম বা বেশী বা সম পরিমাণ - ইহা কেবলমাত্র নাজাছতের মিশ্রণে না-পাক হয় না. যত সময় নাজাছতের মিশ্রণে রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্ত্তন না হয়।

বৃষ্টির পানি :— বর্ষণের সময় বৃষ্টির পানির নির্দেশ প্রবাহিত পানির ন্যায়- শর্ত হ'ল এমন পানি হওয়া দরকার যাকে বৃষ্টি বলা যায়।

কম পানির উপর বর্ষণ হ'লে বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বমুহুর্ত পর্য্যন্ত উহা প্রবাহিত পানির নির্দেশের ন্যায় হবে। আবার বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে বৃষ্টির পানিও কম পানির আদেশের আওতায় আসবে। যদি কোন স্থানে এক কুর বা অধিক পানি একত্র হয়ে যায় তবে উহা প্রবাহিত পানির আদেশের আওতায় আসবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। পানি কত প্রকার ?
২। মুজাফ পানির নির্দেশ কি ?
৩। বিশুদ্ধ পানি কত প্রকার ?
৪। কম পানি কাকে বলে ও তার নির্দেশ কি ?
৫। অধিক পানি কাকে বলে ও তার নির্দেশ কি ?
৬। কুর কাকে বলে ? তার পরিমাণ বল ?
৭। কম পানির উপর বৃষ্টি হ'লে তার নির্দেশ কি ? বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে তার নির্দেশ কি ?
৮। বৃষ্টির পানী এক কুর থেকে কম হলে তার নির্দেশ কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রিরিশতম পাঠ

পানি দ্বারা তাহারত

শরীর বা অন্য কোন জিনিস, যাহাতে নাজাছত প্রবেশ করতে পারে না, যদি প্রস্রাব দ্বারা না-পাক হয় তবে দু'বার ধৌত করতে হবে। যদি প্রস্রাব ছাড়া অন্য নাজাছত দ্বারা না-পাক হয় তবে কম পানি বা অধিক পানি দ্বারা একবার ধৌত করা যথেষ্ট কিন্তু দু'বার ধৌত করা উত্তম।

কাপড় বা অন্য জিনিস যাহার মধ্যে নাজাছত্ প্রবেশ করতে পারে— যদি প্রস্রাব দ্বারা না-পাক হয়ে যায় তবে দু'বার এমনভাবে ধৌত করতে হবে যে একবার পানি ঢেলে দিয়ে নিংড়াইতে হবে ও পুনরায় পানি ঢেলে দিয়ে আবার নিংড়াইতে হবে।

যদি প্রস্রাব ব্যতিত অন্যভাবে না-পাক হয় তবে কম পানিতে একবার ধৌত করে নিংড়াইলে যথেষ্ট হবে।

অনুশীলনী

১। যদি প্রস্রাব দ্বারা শরীর না-পাক হয়ে যায় তবে কিভাবে তাহারত্ করবে ?

২। প্রস্রাব ব্যতিত অন্যভাবে শরীর না-পাক হ'লে কম পানিতে কিভাবে পাক করবে ?

৩। যদি শরীর প্রস্রাব বা অন্য নাজাছত্ দ্বারা না-পাক হয় অধিক পানি দ্বারা কিভাবে পাক করা হবে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একত্রিশতম পাঠ

থালা বাসনকে পাক করা

যদি বার্তন (বাসন, বাটি, গ্লাস, হাড়ি) প্রভৃতি না-পাক হয় তাহ'লে কম পানি দ্বারা তিনবার ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে।

পাক করার নিয়ম হ'ল সেই বার্তনে (বাসন) তিনবার পানি দিবে ও প্রত্যেকবার পানি বারতনে ঘুরিয়ে ফেলে দিবে বা তিনবার বার্তনকে পানিতে পূর্ণ করে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে নিতে হবে।

অধিক পানি, প্রবাহিত পানি, বৃষ্টির পানি—যখন বর্ষণ হয়— যা দ্বারা একবার ধৌত করা যথেষ্ট কিন্তু উত্তম তিনবার ধৌত করা।

যদি কুকুর কোন বার্তন (বাসন) চাঁটে পাক মাটি দ্বারা মেজে পরিষ্কার করতে হবে, পরে দু'বার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। কিন্তু অধিক পানি বা প্রাবহিত পানিতে একবার ধৌত করা যথেষ্ট।

অনুশীলনী

১। যদি কুকুর বার্তন (বাসন) চাঁটে তবে কিভাবে পাক করবে ?
২। কম বা অধিক পানিতে না-পাক বাসন কত্বার ধৌত করবে ?
৩। যদি প্রস্রাব দ্বাবা কাপড় না পাক হয় তাহলে উহা কিভাবে পাক করবে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বত্রিশতম পাঠ

মাটি ও সূর্য্য দ্বারা তাহারত

পায়ের তালু বা জুতার তলা না-পাক হলে শুষ্ক মাটিতে চলাফেরা করতে করতে নাজাছত দূর হয়ে গেলে পাক হয়ে যায়। পায়ের তলা বা জুতার তলা শুষ্ক হওয়ার দরকার নেই।

জমি ও বহনের অযোগ্য জিনিস যেমন খনি, ইমারত, গাছ ও যে পাত্র মাটিতে পোতা থাকে বা খুব বড় বড় চেটাই যদি না-পাক হয় এবং উহা ভিজা থাকলে সূর্য্যের তাপে শুষ্ক হইলে ও মূল নাজাছত দুর হইলে পাক হয়ে যায় এবং যদি না-পাক জিনিস শুষ্ক থাকে, তবে যে-স্থানে নাজাছত, লেগেছে সেখানে পানি ঢেলে দিতে হইবে। তারপর শুষ্ক হলে পাক হয়ে যাবে। কিন্তু যে সমস্ত জিনিস বহনযোগ্য তাহা এই ভাবে পাক হবে না।

সূর্য্য দ্বারা পাক করতে হ'লে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সূর্য্যের কিরণ সরাসরি না-পাক স্থানে পড়ে এবং জিনিসটি যেন সূর্য্যের তাপে শুষ্ক হয়, হাওয়া প্রভৃতি দ্বারা নয়।

অনুশীলনী

১। জমি বা মাটি কোন্ জিনিসগুলো পাক করে এবং কি ভাবে ?

২। সূর্য্য কোন্ জিনিসগুলো পাক করে ?

৩। পায়ের তলা বা জুতোর তলা যদি না-পাক হয় তাহা মাটির দ্বারা কিভাবে পাক হতে পারে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রয়োত্রিংশতম পাঠ

তাহারতের (পাক করার) দুটি বিশিষ্ট উপায়

মানুষ ব্যতিত অন্য পশু যাহা পবিত্র যেমন— ঘোড়া, বিড়াল, উট, গরু, প্রভৃতি। যদি তাহাদের শরীরে নাজাছত্ লেগে যায় তবে তাহা পানি দ্বারা পাক করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র নাজাছত্ দুর হইলেই যথেষ্ট।

মানুষের ভিতরের অংশ যেমন— নাক, কান প্রভৃতি যদি না-পাক হয় তবে তাদেরও পানি দ্বারা পাক করার প্রয়োজন নেই। কেবল নাজাছত্ দুর হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু বাহ্যিক অংশ থেকে নাজাছত্ দুর হলেই যথেষ্ট হবে না বরং পানি দ্বারা পাক করাও আবশ্যক।

অনুশীলনী

১। ঘোড়ার শরীরে রক্ত বা অন্য কোন নাজাছত্ লাগলে কি ভাবে পাক করবে।

২। যদি বিড়ালের মুখ না-পাক হয়ে যায় এবং মুল নাজাছত্ দুর হওয়ার পর কোন বার্তনে কিছু খায় বা পান করে তবে কি ঐ বার্তন না-পাক হয়ে যাবে?

৩। মুখ বা নাকের ভিতরের অংশ না-পাক হ'লে কিভাবে পাক হবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চৌত্রিশতম পাঠ

ওযাজু

ওয়াজুর অর্থ হইল নিয়াতের সঙ্গে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করা এবং মাথা ও পায়ের মাছাহ্ করা।

মুখমণ্ডল লম্বায় মাথার চুল ওঠার স্থান থেকে নীচে থুতনীর কিনারা পর্য্যন্ত, চওড়ায় হাতের বুড়া আঙ্গুল ও মধ্যবর্তি আঙুলের মধ্যবর্তি স্থান ধৌত করা ওয়াজিব। বরং ওয়াজিব হল মুখমণ্ডলের কিছু অতিরিক্ত অংশ এবং নাকের ভিতরের কিছু অংশকেও নিয়ে নেওয়া, যাহাতে মুখমণ্ডলের সম্পূর্ণ ওয়াজিব অংশ ধৌত করার বিশ্বাস হয়।

উভয়হাতের কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্য্যন্ত ধোওয়া। কনুইয়ের কিছু ঔপর থেকে পানি দেওয়া দরকার যাহাতে সম্পূর্ণ কনুই ধোওয়ার বিশ্বাস হয়।

মাথা মাছাহ্ হাতের পাতার সম্পূর্ণ অংশ বা একটি আঙ্গুল দ্বারাও করা যায় কিন্তু তিন আঙ্গুলের দ্বারা মাছাহ্ করা উত্তম।

মাথার মাছাহ্ মাথার সম্মুখভাগে ও তার উপরকার চুলের উপর করতে হবে। কিন্তু যদি মাথার চুল এমন লম্বা হয় যে বিছিয়ে দিলে মাথার সম্মুখভাগ অপেক্ষা বড় হয়, তবে ঐ বর্দ্ধিত চুলের উপর মাছাহ জায়েজ হবে না। বরং চুল সরিয়ে দিয়ে চামড়ার উপর মাছাহ্ করতে হবে।

পায়ের মাছাহ্ চওড়ায় নামমাত্র হলেই যথেষ্ট কিন্তু উত্তম হ'ল তিন আঙ্গুল দ্বারা করা, আর অতি উত্তম হ'ল

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পায়ের উপরের সম্পূর্ণ অংশ মাছাহ্ করা। কিন্তু লম্বায় পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে পায়ের গিরো পর্য্যন্ত মাছাহ্ করা ওয়াজিব।

যদি মাছাহ্ করার জন্য মাথায় হাত দিয়ে, হাত না টেনে মাথা সরানো হয় তবে মাছাহ্ সঠিক হবে না।

একইভাবে পায়ের মাছাহ্ করার সময় পায়ের উপর হাত রেখে হাতের স্থলে পা টেনে নিয়ে মাছাহ্ করা হয়, তবে মাছাহ্ ঠিক হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে মাথা ও পা মাছাহ্ হয় না বরং মাথা ও পা দ্বারা হাত মাছাহ্ হয়।

ওয়াজুর অবশিষ্ট পানি যাহা হাতে থাকে তাহা দিয়েই মাছাহ্ করা হয়। যদি মাছাহ্ করার পরে হাতের তালুর পানি শুষ্ক হয়ে যায়, তবে দাড়িতে যে পানি থাকে উহা দ্বারা মাছাহ করতে হবে। এ ছাড়া অন্য পানি দ্বারা মাছাহ্ করলে মাছাহ্ ঠিক হবে না।

অনুশীলনী

১। ওয়াজু কি ?

২। মুখমণ্ডল চওড়ায় ও লম্বায় কতটা ধৌত করা হবে ?

৩। হাত কি পরিমাণ ধৌত করা হয় ?

৪। মাথা মাছাহ্ করিবার কি কোন নির্দিষ্ট নিয়ম আছে ?

৫। যদি মাছাহ্ -এর পূর্বে হাত শুষ্ক হয়ে যায় তবে কি করিবে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পয়ত্রিশতম পাঠ

ওয়াজু কিসে নষ্ট হয়

এই পাঁচটি কারণে ওয়াজু নষ্ট হয়ে যায়।

১। প্রস্রাব করা। ২। পায়খানা করা। ৩। বায়ু সরানো। ৪। পাগলামি বেহুস প্রভৃতি হইলে যাহাতে জ্ঞান থাকে না। ৫। এমন ঘুম যাহা চোখ ও কানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি ঘুমের ঘোরে চোখ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কানে শুনতে পায় তবে ওয়াজু নষ্ট হবে না।

ওয়াজু না করে কুরআন-এর অক্ষর ও খোদার নাম সমূহ স্পর্শ করা হারাম। কিন্তু কুরআন-এর সাদা পৃষ্ঠা বা দুই লাইনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান, বা টিকা বা কভার, স্পর্শ করা হারাম নয়।

নবীগন, ইমামগণ ও জনাবে ফাতিম যাহরা (আঃ) এর নামও ওয়াজু ছাড়া স্পর্শ করা উচিৎ নয়।

অনুশীলনী

১। ওয়াজু কি কারণে নষ্ট হয়?

২। যদি চোখের উপর ঘুম প্রভাবিত হয় কিন্তু কানে নয় তা'হলে কি ওয়াজু নষ্ট হবে?

৩। ওয়াজু ছাড়া কি কি জিনিস স্পর্শ করা হারাম?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ছত্রিশতম পাঠ

ওয়াজুর শর্ত সমূহ

ওয়াজুর দশটি শর্ত আছে।

১। নিয়াত— অর্থাৎ মনে সংকল্প করবে যে কেবলমাত্র খোদার সন্তুষ্টির জন্য ওয়াজু করছি। লোক দেখানোর ওয়াজু করলে ওয়াজু বাতিল হয়ে যায়। ২। পানি পাক হওয়া দরকার, না-পাক পানিতে ওয়াজু হয় না। ৩। ওয়াজুর অঙ্গ সমূহ পাক হওয়া দরকার যদি না-পাক থাকে তাহলে ওয়াজুর পূর্বে পাক করতে হবে। ৪। বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ওয়াজু করতে হবে। মিশ্রিত পানি যেমন গোলাপ পানি দিয়ে ওয়াজু ঠিক হবে না। ৫। পানি মুবাহ্ হ'তে হবে অর্থাৎ জোরপূর্বক বা ছিনতাই করে না নেওয়া হয়। যে পাত্রে পানি থাকবে উহাকে মুবাহ্ হ'তে হবে ও যে স্থানে বসে ওয়াজু করছে, সে স্থানটি মুবাহ্ হওয়া প্রয়োজন। যদি জোর-পূর্বক বা ছিনতাই করা পানি বা পাত্র বা স্থান হ'লে ওয়াজু সঠিক হবে না। ৬। যদি ওয়াজুর অঙ্গে এমন কোন জিনিস থাকে যাহা পানি চামড়া পর্য্যন্ত পৌঁছতে না দেয় তাহলে ওয়াজুর পূর্বে সেটি দুর করতে হবে। যেমন আংটি থাকলে উহা খুলতে হবে বা নাড়াতে হবে যাহাতে পানি পৌঁছে যায়। তদ্রূপ যদি বেশী ময়লা থাকে যাহা চামড়ায় পানি না পৌঁছাতে দেয় তবে উহা পরিস্কার করা ওয়াজিব। ঐরূপ যদি নেল পালিশ লেগে থাকে তাহা দুর করতে হবে। ৭। তরতীব (পর্যায়ক্রম) অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল পরে

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ডান হাত ও পরে বাম হাত ধৌত করা। তারপর প্রথমে মাথার মাছাহ্ পরে ডাইন পায়ের মাছাহ্ ও পরে বাম পায়ের মাছাহ্ করা। যদি পর্যায় ক্রমে ভুল হয়ে যায় তবে পুনরায় সেই অঙ্গ ধৌত করতে হবে, যে অঙ্গ থেকে পর্যায়ক্রমে ভূল হয়েছিল যেমন কেহ যদি প্রথমে ডাইন হাত ও পরে মুখমণ্ডল ধৌত করে তবে তাহাকে পুনরায় মুখমণ্ডল ধৌত করার পর ডাইন হাত ধৌত করে বাকি ওয়াজু পূর্ণ করতে হবে। তাহ লেই ওয়াজু সঠিক হবে। ৮। মাওয়ালাত— অর্থাৎ প্রথম অঙ্গ শুষ্ক হওয়ার পূর্বে পরের অঙ্গ ধৌত করতে হবে। যেমন মুখমণ্ডল শুষ্ক হওয়ার পূর্বেই ডাইন হাত শুষ্ক হওয়ার পূর্বেই বাম হাত ধৌত করা। ৯। পানির ব্যবহার করলে অসুস্থ হওয়ার ভয় না থাকে। ১০। ওয়াজু নিজে করা আবশ্যক কিন্তু মজবুর (অক্ষম) এর ক্ষেত্রে অন্য কেহ ওয়াজু করাতে পারবে, নিয়াত কিন্তু ওয়াজু যে করছে তাহাকেই করতে হবে।

অনুশীলনী

১। ওয়াজুর শর্ত কি ?
২। নিয়াত কি ?
৩। যদি ওয়াজুর অঙ্গ না-পাক থাকে তবে কি করবে ?
৪। মিশ্রিত পানি দ্বারা ওয়াজু সঠিক হবে কি না ?
৫। যদি হাতে আংটি থাকে তবে কি করবে ?
৬। যদি নখে নখপালিশ লাগান থাকে তবে কি করবে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সাঁইত্রিশতম পাঠ

তাহারত ও হাদাছ্

যদি প্রথমে ওয়াজু করা থাকে ও পরে কোন কারণে সন্দেহ হয় যে ওয়াজু আছে কি নষ্ট হয়ে গেছে ? তা'হলে এরূপ সন্দেহের দিকে মনযোগ না দেওয়া উচিত এবং ওয়াজু ঠিক আছে মনে করতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তির ঘুমের ঘোরে চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্দেহ করে যে সে সম্পুর্ণ ঘুমিয়ে ছিল কিনা তা'হলে তার ওয়াজু ঠিক থাকবে।

ঐ রূপ যদি ওয়াজুর পর প্রস্রাব বা পায়খানা করার সন্দেহ হয় তবে নিজের ওয়াজু ঠিক আছে মনে করতে হবে। এবং সন্দেহ মনে প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়।

কিন্তু যদি প্রথমে ওয়াজু না করে থাকে এবং পরে ওয়াজু করেছে কি করে নাই এরূপ সন্দেহ যদি হয় তবে তাকে ওয়াজু করতে হবে। যদি এরূপ সন্দেহ নামাজের পর হয়, যেমন কেহ নামাজ পড়ল ও নামাজ পড়া শেষ হয়ে গেলে ওয়াজু করেছিল কি করে নাই— তবে পুনরায় নামাজ পড়া ওয়াজিব হয় না। কেবল পরবর্তী নামাজের জন্য ওয়াজু করতে হবে। আবার যদি নামাজের অবস্থায় এরূপ সন্দেহ করে তবে নামাজ ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াজু করে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী

১। যদি তাহারতের বিশ্বাস ও হাদাছের সন্দেহ হয় তবে কি আদেশ ?

২। যদি হাদাছের বিশ্বাস ও তাহারতের সন্দেহ হয় তবে কি আদেশ ?

৩। নামাজের মধ্যে ওয়াজু করেছিল কি করে নাই সন্দেহ হলে কি করা উচিৎ ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আটত্রিশ তম পাঠ

গুসল্

ওয়াজিব গুসল্ ছয়টি—

১। জানাবত্ ২। মছ্ছে্ মাইয়ীত (লাস স্পর্শ) ও ৩। মাইয়ীত। এই তিনটি গুস্ল পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের উপর ওয়াজিব। কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর এই গুসল্গুলি ছাড়াও। ৪। হায়েজ্। ৫। নেফাছ। ৬। ইছ্তিহাজা গুসল্গুলিও ওয়াজিব হয়।

জানাবত্ ও হায়েজের অবস্থায় তিনটি বিষয় হারাম ১। মসজিদ ও মাছুমীনদের রওজায় যাওয়া। ২। কুরআনের অক্ষর স্পর্শ করা ও ৩। যে সুরায় সাজ্দা ওয়াজিব সেই সুরা পাঠ করা।

গুসলের দু'টি নিয়ম আছে —

১। তর্তীবী ও ২। ইর্তিমাছি।

তর্তীবী (পর্যায় ক্রমিক) গুসলের নিয়ম :—

তর্তীবী গুসলের নিয়ম হ'ল প্রথমে শরীরের ময়লা ও তৈলাক্ত জিনিস প্রভৃতি দূর করে শরীর পাক করতে হবে। পরে নিয়াত করতে হবে "গুস্ল্ করছি **কুর্বাতান্ ইলাল্লাহ্**" এরপর মাথা ও গলা ধৌত করবে। পরে শরীরের ডান অর্দ্ধাংশ ও পরে বাম অর্দ্ধাংশ এমনভাবে ধৌত করবে যেন সমস্ত পানি শরীরে পৌঁছে যায়। যদি হাত শরীরের উপর ঘসার প্রয়োজন হয় তবে তাই করতে হবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যদি নদী বা পুকুরে তর্তীবী গুসল করে তবে তিনবার ডুব দিতে হবে। প্রথমবার মাথা ও গলা ধৌত করার নিয়াত করে ও দ্বিতীয় বার ডান অর্দ্ধাংশ ও তৃতীয়বার বাম অর্দ্ধাংশ ধৌত করার নিয়াতে ডুব দিতে হবে।

মাথা ও গলা ধোওয়ার সময় মাথা ও গলা ছাড়া কিছু বেশী অংশ ধৌত করা দরকার।

তদ্রূপ ডান অংশ ধোওয়ার সময় বাম অংশের কিছু অংশ ও বাম অংশ ধোওয়ার সময় ডান অংশের কিছু অংশ ধৌত করতে হবে যাহাতে বিশ্বাস হয় যে যতটা ধোওয়া ওয়াজিব ছিল সব ধোওয়া হয়েছে।

তর্তীবী গুসল যেভাবে ইচ্ছা শুরু করতে পারে, উপর থেকে নীচের দিকে ধোওয়ার শর্ত নেই। বরং উপর থেকে বা নীচে থেকে বা মধ্য থেকে ধৌত করতে পারে। এই গুসলে কেবলমাত্র তর্তীবীর খেয়াল রাখতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে মাথা ও গলা পরে বাকী অংশ ধৌত করা। মাওয়ালাত অর্থাৎ তাৎক্ষনিকতা নেই।

অনুশীলনী

১। গুসলের কতগুলি নিয়ম ?

২। তর্তীবী গুসলের নিয়ম কি ?

৩। ওয়াজিব গুস্ল্ কতগুলি ?

৪। জানাবাতের অবস্থায় কি কি হারাম ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উনচত্রিশ তম পাঠ

ইরতিমাছি গুসল

ইর্‌তিমাছি গুসল করার নিয়ম হ'ল নিয়তের সঙ্গে সঙ্গে পানিতে এমনভাবে ডুব দিতে হবে যেন সমস্ত শরীর পানির মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোন অংশ বাহিরে না থাকে। ইর্‌তেমাছি গুসলের সময় শরীরকে পানির বাহিরে রাখান দরকার নেই বরং নদী বা পুকুরে দাঁড়িয়ে নিয়াত করে ডুব দিতে পারে।

যদি ইর্‌তিমাছি গুসল্ করিবার পর নিশ্চিত মনে হয় কোন অঙ্গ পানিতে প্রবেশ করে নাই বা সেই অঙ্গে পানি পৌঁহায় নাই, তবে আবার গুসল্ করতে হবে। কেবলমাত্র সেই স্থানটি ধৌত করলে যথেষ্ট হবে না। গুসলে চুল ধৌত করার দরকার নেই। অতএব স্ত্রীলোকদের গুসল্ করার সময় বাঁধা চুল খোলার দরকার নেই। কিন্তু চুলের নীচে চামড়ায় যেন পানি অবশ্যই পৌঁছে যায়। রোজার অবস্থায় ইর্‌তিমাছি গুসল হ'তে পারে না। কারণ, রোজা অবস্থায় মাথা পানিতে ডোবানো হারাম।

অনুশীলনী

১। যদি ইরতিমাছি গুসল করার পরে কারও বিশ্বাস হয় শরীরে কোন অংশে পানি পৌঁছায়নি তখন কি করা উচিৎ?

২। গুসলে চুল ধোওয়া অবশ্যক কিনা? যদি স্ত্রীলোকের চুল বাঁধা থাকে তবে তাকে কি করা উচিৎ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চল্লিশতম পাঠ

গুসলের শর্তগুলি

১। নিয়াত। ২। পানি পাক হওয়া। ৩। গুসলের অঙ্গ পাক হওয়া। ৪। পানি বিশুদ্ধ হওয়া মোজাফ না হওয়া। ৫। মুবাহ্ হওয়া—জোরপূর্বক না নেওয়া অর্থাৎ গাছবি না হওয়া। ৬। পানির পাত্র মুবাহ্ হওয়া। ৭। গুসল করার স্থান মুবাহ্ হওয়া। ৮। পানির পাত্র সোনা রূপার না হওয়া। ৯। চামড়া পর্য্যন্ত পানি পৌঁছাইতে যদি কোন বাধা থাকে তবে সেই বাধা দূর করা। ১০। পানি ব্যবহারে কোন বাধা না হয়, অর্থাৎ এমন অসুখ না হয় যাহা পানি দ্বারা ক্ষতি হ'তে পারে বা গুসল করার জন্য পিপাসায় থাকার ভয় না হয় অথবা সময় এতই কম না হওয়া যাহাতে গুসল করলে নামাজের সময় চলে যাবে।

অনুশীলন

১। গুসলে ইর তিমাছির নিয়ম কি ?

২। গুসলের শর্তগুলি কি কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একচল্লিশতম পাঠ

গুসলের আহ্‌কাম (আদেশাবলি)

যখন মানুষ গুসল করার ইচ্ছা করে এবং তাহার শরীরের কোন অংশ না-পাক হয়, তবে তার অধিকার আছে না-পাক স্থানটি প্রথমে পাক করে নেওয়া তাহার পরে ঐ স্থানটি গুসলের নিয়াতে ধৌত করে তবে প্রথমেই না-পাক অংশ পাক করে নেওয়াই উত্তম। ঐরূপ যদি না-পাক স্থানে দাঁড়িয়ে গুসল করে তবে অধিকার আছে, হয় গুসল্‌ আরম্ভ করার পূর্ব্বে দাড়ান স্থানটি পাক করে বা ছেড়ে দেয় ঐ না-পাক অবস্থায় রেখে যখন ডান অংশ ধৌত করতে করতে পা ধোওয়ার সময় হবে তখন পা পাক করে গুসলের নিয়াতে ডান পা ধৌত করবে। ঐ একই রূপে বাম অংশ ধৌত করতে করতে পা ধোওয়ার সময় তখন প্রথমে পা পাক করে গুসলের নিয়াতে বাম পা ধৌত করবে। এভাবে গুসল ঠিক হবে কেবল পরে পা পাক করে নিতে হবে।

রামাজ্ঞান মাসে রোজার অবস্থায় দিনের বেলা ইরতিমাছি গুসল করা জায়েজ নয়। ভূল করে যদি কেহ ইরতিমাছি গুসল করে এবং যদি রোজার কথা ভুলে যেয়ে থাকে তাহলে রোজা ও গুসল্‌ উভই সঠিক থাকিবে। কিন্তু জেনে শুনে এরূপ করলে

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

রোজা ও গুসল্ উভয়ই বাতিল হবে। গুসলে জানাবতের পর ওয়াজু করা উচিত নয়।

অনুশীলনী

১। শরীরে না-পাকী লাগা থাকলে কি করবে ?

২। না-পাক স্থানে দাঁড়িয়ে গুসল্ করলে কি করতে হবে ?

৩। রামাজান মাসে ইরতিমাছি গুসলকারীর কি নির্দেশ আছে ?

৪। কোন গুসলের পর ওয়াজু জায়েজ নয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিয়াল্লিশতম পাঠ

তাইয়াম্মুম

যদি পানি না পাওয়া যায় বা উহা দ্বারা ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে বা পানি ক্রয় করা অবস্থার বাইরে থাকে বা পানি আনতে গেলে কোন জিনিস চুরি যাওয়ার ভয় থাকে বা সময় এত কম থাকে যাহার মধ্যে ওয়াজুর বা গুসল করে নামাজের সময় চলে যাবে বা ওয়াজু করলে পরে পিপাসিত মরার ভয় থাকে বা কঠিন কষ্ট পাওয়ার ভয় থকে তাহলে ওয়াজু বা গুসলের বদলে তাইয়াম্মুম করে নামাজ পড়া ওয়াজিব।

তাইয়াম্মুম মাটি বা পাথরের উপর করবে। যদি উহা না থাকে তবে ধুলার উপর, যদি উহাও না থাকে তবে ভিজে মাটির উপর তাইয়াম্মুম করবে। তাইয়াম্মুম করার নিয়ম হল নিয়াত করে মাটিতে উভয় হাত মারতে হবে ও উহা ঝেড়ে সমস্ত কপালের মাছাহ্ উপর হইতে নীচের দিকে করবে। এরপর বাম হাতের পাতা (তালু) দিয়ে ডান হাতের ও পরে ডান হাতের পাতা (তালু) দিয়ে বাম হাতের পিঠের উপর মাছাহ্ করবে। এর পরে সাবধানতানুসারে দ্বিতীয় বার হাত মাটিতে মেরে কেবল-মাত্র দুই হাতের পিঠের,উপরের নিয়মে মাছাহ্ করবে। ওয়াজু বা গুসল্ উভয়ের পরিবর্তে তাইয়াম্মুম করার একই নিয়ম। তাইয়াম্মুন সর্বদা শেষ মুহুর্তে করতে হবে। অবশ্য যদি কাহারও বিশ্বাস হয় যে তাহার রোগ বা তাইম্মুমের অন্য কারণ শেষ সময় পর্য্যন্ত থাকবে।